মুফতী হারুন ইজহার

নুসূসের আলোকে

জাহিলিয়্যাহ

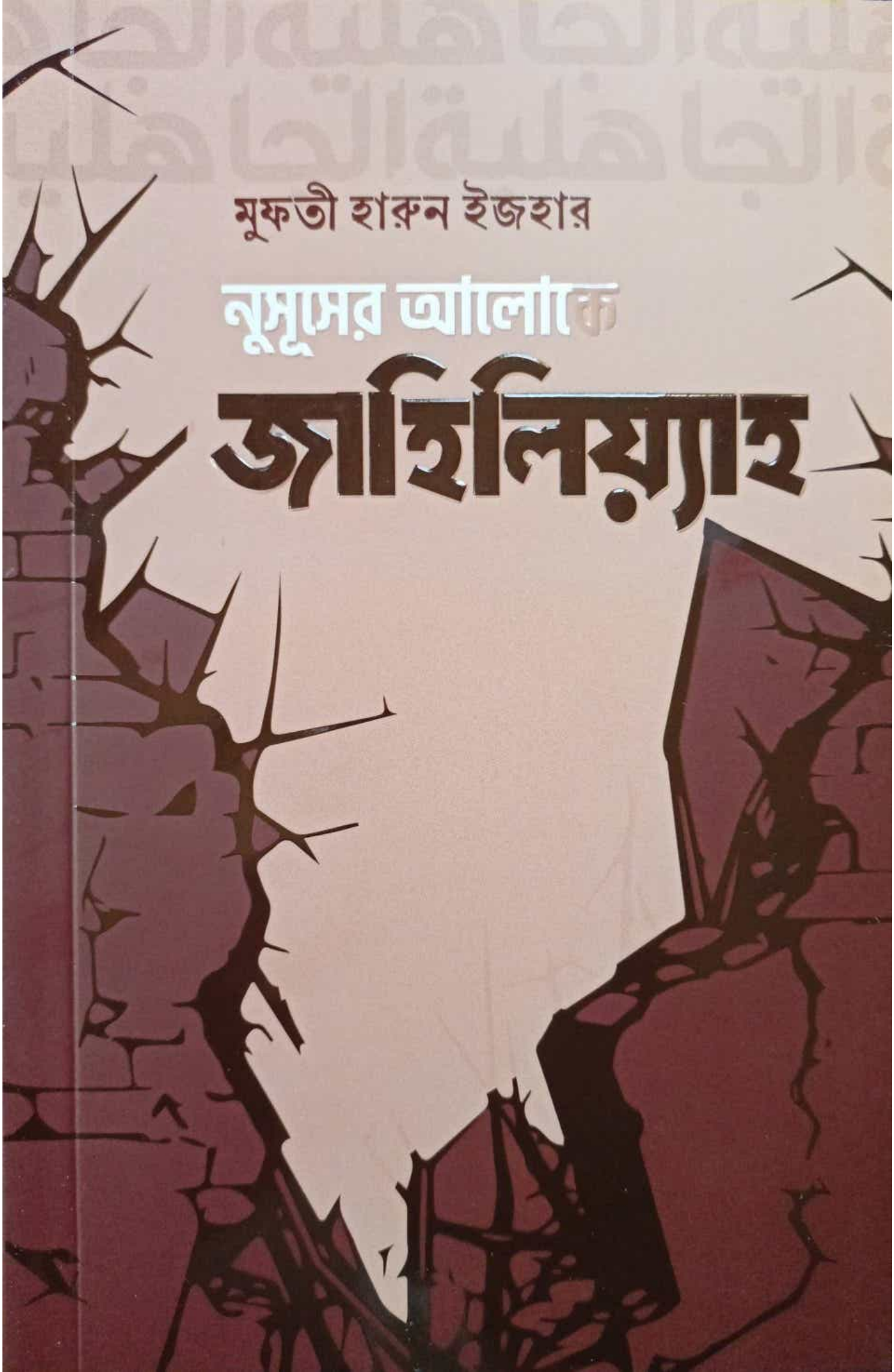

মুফতি হারুন ইজহার

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। প্রজ্ঞাবান আলিম। গভীর চিন্তক। দরদি দাঈ।মাজলুম রাহবার। স্পষ্টভাষী বক্তা। সুলেখক। লেখাপড়ার হাতেখড়ি সুযোগ্য পিতার হাত ধরেই। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেছেন লালখান বাজার মাদরাসাতেই। অতঃপর হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমান সুদূর পাকিস্তানে। ভর্তি হন বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম করাচিতে। শিষ্যত্ব অর্জন করেন বিশ্ববরেণ্য আলিমে দ্বীন আল্লামা তাকি উসমানি হা.ফি. এর। একান্ত সান্নিধ্যও লাভ করেন সেখানকার দীর্ঘ তিন বছরের শিক্ষাজীবনে। পাকিস্তানে তিনি আরো বহু বহু উলামায়ে কেরামের সুহবত লাভ করেন। তার ঈর্ষণীয় মেধা ও প্রতিভার কারণে খুব সহজেই বড় বড় আলিমদের শিষ্যত্ব অর্জন করে নিতেন। যেমন শাইখ আব্দুল হাফিজ মাক্কি রহ. এর কাছে তিনি বিশেষভাবে ইলমি ইস্তিফাদা করতেন। এভাবে কাতারের বিখ্যাত শাইখ ড. খালেদ হাসান হান্দাবির কাছে থেকে দরস গ্রহণ করেছেন।

কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ সময়কাল ধরে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত আছেন। সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকতা, দাওয়াহ ও খেদমতে খালকের নানাবিধ কাজে তিনি ভীষণ ব্যস্ত সময় পার করেন।নিয়মিত তিরমিজি ও হেদায়ার মত কিতাবের পাঠদান করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিচালনার কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয়। জেনারেল ভাইদের দ্বীন শিক্ষার প্লাটফর্ম শরিয়াহ গ্রাজুয়েশন তারই হাতে পরিচালিত হয়। আল ইমান নামে একটি স্কুলও তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এতো ব্যস্ততার ফাঁকে মাঝেমধ্যে উম্মাহর প্রয়োজনে রচনার কিছু কাজ করেছেন। এরমধ্যে দেশজগত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ উল্লেখযোগ্য। যা সংকলন করলে বড় একটি সমগ্রের কলেবর ধারণ করবে। এসব প্রবন্ধ পড়লে তার অধ্যয়নের বিস্তৃতি ও চিন্তার গভীরতা সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা লাভ করা যাবে।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য...

এছাড়া তিনি কারাগারে আরবি, উর্দু ও বাংলায় বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। উর্দু ও বাংলা কয়েকটি বই প্রকাশিত হলেও আরবি প্রায় রচনা এখনো অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। এবার কারাগারেও বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। এরমধ্যে তাফসীরের পাণ্ডুলিপিটি উল্লেখযোগ্য।

শাইখ হারুন ইজহারের লেখালেখির কিছু অংশ-

আরবি রচনা-

১) مبادئ الحنفية في الحديث (غير مطبوع)
২) العقيدة الإسلامية (غير مطبوع)
৩) دليل المعلم في أساليب التدريس (٢٠١٥ م)

উর্দু রচনা-

১) مفتي أعظم كي سيا سي افكار (٢٠١٧ م)
২) دعوت فكر (١٩٩٤ م)

বাংলা রচনা-

১) চেতনার ইশতেহার
২) চেতনার মানচিত্র
৩) ইসলামী অর্থনীতির সহজপাঠ (অপ্রকাশিত)
৪) জাহিলিয়্যাহ্ (প্রকাশিতব্য)
৫) জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে (প্রকাশিতব্য)

সম্পাদনা-

১) আলিম সমাজের প্রতি নসিহা
২) ইমান ভংগের কারণ
৩) দ্বীনি দায়িত্বের সামগ্রিক রুপরেখা
৪) সংবিৎ

* ফতোয়া-

إظهار الفتاوى
(দারুল উলুম করাচিতে লিখিত ৩০০ ফত্ওয়া)

(প্রস্তুতিমূলক সংস্করণ)

الجاهلية

জাহিলিয়্যাহ

الجاهلية

জাহিলিয়্যাহ

চিন্তাপত্র
নবরেনেসাঁর বিনির্মাণে

উৎসর্গ

জাহিলিয়াতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাসতে হাসতে জামে শাহাদাত পান করেছিলেন যিনি,

সায়্যিদ কুতুব শহিদ রহিমাহুল্লাহ

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ০৯
শুরুর কথা ১৩
আকিদাগত জাহিলিয়াত ১৯
রাজনৈতিক জাহিলিয়াত ২৬
ক. জাহিলিয়া : কুফুরি শাসনব্যবস্থা ও মানবরচিত আইন ২৬
খ. জাহিলিয়া : ইমারা ও জামাআহর অনুপস্থিতি ৩১
সামাজিক জাহিলিয়াত ৩৯
ক. জাহিলিয়া : বিভক্তি, গোষ্ঠিপ্রীতি ও দলান্ধতা ৩৯
খ. জাহিলিয়া : নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ৫০
জাহিলি অর্থব্যবস্থা | জাহিলি জীবনব্যবস্থা ৫৫
প্রথা, আচার ও কুসংস্কারের জাহিলিয়া ৫৯
ইসলামের আবির্ভাব-পরবর্তী জাহিলিয়াত ৬৮
ক. জাহিলিয়া প্রত্যাবর্তনের নববি ভবিষ্যদ্বাণী ৬৮
খ. সকল পাপকাজ জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত ৭৬
জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা ঈমানের অংশ ৮১

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহামহিম রবের শানে সমর্পিত, যার ফযল ও করমের ছায়ায় একটুখানি স্থান হলে বান্দা বর্তে যায়। যিনি রহমতের চাঁদরে ঢেকে নিলেই সমস্ত খায়র ও বরকতের ফল্গুধারা বয়ে যায়। যার হুকুমে আকাশ ঝরায় বারিধারা, চাঁদ দেয় কোমল আলো আর সূর্যের তাপ হয় উপকারী। তিনি সেই করুণার আধার, যিনি বান্দার শত না-শোকরি, অজস্র নাফরমানির পরও নির্দয় হননি। কৃতজ্ঞতার সলজ্জ মস্তক ঠেকাই মহান পরিচালকের শাহি দরবারে, যিনি জাহিলিয়াতের নর্দমায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত কুৎসিত মানবতাকে সাফ সুতরো সফেদ পোশাক পরাতে পাঠিয়েছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, রহমত-বরকত ও হেদায়েতের বিমূর্ত প্রতীক, শান্তি-শৃঙ্খলার পয়গামবাহী প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যিনি মমতার পরশে নিঠুর মানবতাকে পরিণত করলেন স্নেহবান, হিকমাহর ছোঁয়ায় জাহিল মনুষ্যত্ব হলো হাকিম। জাহিলিয়াতের পূতিগন্ধময় নর্দমা সুশোভিত হলো ফুলে ফুলে। জাহালাতের বিষবাষ্প দূর হয়ে মানবতার বাগিচায় বয়ে গেল বেহেশতি হাওয়া। শান্তির অঝোর ধারা নেমে আসুক তাদের ওপরও, যারা জানের চেয়েও প্রিয় নবীর ইশারায় জাহিলিয়াতের নাগপাশ ছিঁড়ে শামিল হলেন হিকমাহর কাতারে। মানবতার মূলে রক্ত সিঞ্চিত করে জাগরুক রাখলেন শত-সহস্রাব্দ কাল ধরে।

প্রিয় পাঠক, আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত এ কারণে যে, দীর্ঘ বিরতির

পর আমাদের পাঠক ও ভক্তবৃন্দের সামনে আমরা পেশ করতে যাচ্ছি আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত বই, 'নুসূসের আলোকে জাহিলিয়্যাহ'। আমাদের এই বই কেন এবং এর প্রয়োজনই-বা কী, তা নিয়ে দুয়েকটি কথা পূর্বেই বলে নিতে চাই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক জাহিলিয়াহ-বিবর্জিত সমাজ। তাদের আগমনের পূর্বে পৃথিবীময় চর্চিত হচ্ছিল মানবরচিত আইন। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে কিংবা তাতে কাটছাঁট করে তৈরি করেছিল এক কুফরি আইন, যেখানে স্থান পায়নি আদল-ইনসাফ। অতঃপর আল্লাহর নবী এলেন, সবকিছু আমূল পরিবর্থন করে নয়া সমাজের ভিত রাখলেন। ওহিভিত্তিক এমন এক শাসনব্যবস্থা তৈরি করলেন, যার বিকল্প কোনো কালে কোনো সমাজ তৈরি করতে পারেনি, পারবেও না। যতদিন ইসলামি সমাজ আল্লাহর আইনে শতভাগ আত্মনিয়োগ করেছে, ততদিন পর্যন্ত মানবসমাজের মুখোমুখি হয়নি কোনো তাগুত, কোনো কুফরের ভ্রম।

কিন্তু সে যুগ পেরিয়ে আরও এক যুগ এলো, ইসলামের প্রহরীদের তন্দ্রার সুযোগ নিয়ে জাহিলিয়াত আবারো ডালপালা বিস্তার করল। ইসলামের আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া জাহিলিয়াতের নিভু নিভু শিখা হঠাৎ করে জ্বলে উঠল। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে আগুন ধরে গেল। এই আগুন থেকে বাঁচতে পারেনি মুসলিম সমাজব্যবস্থাও। যে ইসলাম সম্মানিত করেছিল মুসলমানদের, তারাও জাহিলিয়াতের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ল। সর্বগ্রাসা এই আগুন তাদের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও রাজনীতি কবজা করে ফেলল। মুসলমানদের সমাজ আবারো পরিণত হলো জাহিলি সমাজে। জাহিলিয়াতের নানা রূপ তাদের সামনে হাজির হলো নৈতিকতা ও আদর্শ হয়ে। কিন্তু মুক্তি কীসে? যে আলোর পেছনে আমরা ছুটছি তা কি আদৌ মুক্তির আলো নাকি জাহিলিয়াতের নিকষ কালো অন্ধকার? আলো পেছনে ফেলে আলোর সন্ধানে ছুটে বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে আলো আমাদের পথ দেখাবে, সে আলো কুরআনের, সে আলো হাদিসের, সে আলো আল্লাহর আইনের। আল্লাহর দেওয়া আইন ব্যতীত সবই জাহিলিয়াত। জাহিলিয়াতের পরিচয় লাভ করতে না পারাই জাহিলিয়াত থেকে

বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। আর এই পরিচয় লাভের প্রচেষ্টাস্বরূপ আপনাদের সামনে চিন্তাপত্র টিম পেশ করছে মজলুম উম্মাহ দরদি দাঈ ও তারুণ্যের রাহবার মুফতী হারুন ইজহার হাফিজাহুল্লাহর কর্ম 'নুসূসের আলোকে জাহিলিয়্যাহ'। শাইখ হাফিজাহুল্লাহর চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এই রচনার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। যে দাওয়াত তিনি দিয়ে থাকেন তার মলাটবদ্ধ রূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বরকতময় নির্যাসে তিনি সাজিয়েছেন এই গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত এই রচনা একজন তৃষ্ণার্ত পথিককে জাহিলিয়াতের মরু সাহারায় দেবে ঈমানি কূপের সন্ধান, মানবরচিত মতবাদের মরীচিকার প্রবঞ্চনায় না ফেলে নিয়ে যাবে ইসলামের সুশীতল খর্জুর-বিথীকায়, এই আমাদের আশাবাদ।

এই গ্রন্থ আপনাদের সামনে মলাটবদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ করার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন চিন্তাপত্র প্যানেলের অন্যতম সদস্য মাওলানা মিজানুর রহমান ইবনে আলী হাফিজাহুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় শ্রম কবুল করুন। আমাদের সকলের খায়র ও বরকতের ফয়সালা করুন। এই বইকে বানিয়ে নিন আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা। আমিন।

নিবেদক

আম্মারুল হক

সিইও, চিন্তাপত্র প্রকাশন

০৪-১০-২০২৩ খ্রিঃ

শুরুর কথা

❁ **ক.** ইসলামের যথাযথ পরিচয়লাভের জন্য জাহিলিয়াতের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবন করা খুবই জরুরি। বর্তমানে জাহিলিয়াত নিয়ে মানুষের মনে নানা ধরণের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। অধিকাংশের ধারণা, জাহিলিয়াত শুধুই একটি বিশেষ সময়কালের অবস্থা— যা ইসলামপূর্ব পৌত্তলিকতা বা মূর্খতা (pre islami paganism / ignorance) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ।অনেকের ধারণা, জাহিলিয়াত কেবল চিন্তা ও প্রযুক্তিতে দৈন্যতার শিকার—এমন সমাজেই পাওয়া যায়, এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক গৌণ। আর কারো ধারণা, কুফরি সমাজই কেবল জাহিলি সমাজ। ইসলাম গ্রহণের পরও জাহিলিয়াত থেকে যেতে পারে, কিংবা সমাজব্যবস্থা জাহিলি হতে পারে—এটি তাদের কাছে অকল্পনীয়। এসব ধারণা নিঃসন্দেহে ভুল ও খণ্ডিত।

জাহিলিয়্যাহ একটি মৌলিক পরিভাষা। যা চিন্তা ও আচরণ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা সভ্যতার সংগে জড়িত গভীর ব্যাপার। নিছক সাময়িক কোন ফেনোমেনা নয়। সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকে ব্যবহারিক নিয়ম পর্যন্ত বিস্তৃত এই জাহিলিয়্যাহ।

❁ **খ.** কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা জাহিলিয়াতকে ইসলামের বিপরীত প্রকৃতি ও অবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أفحكم الجاهلية يبغون

তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে?

এখানে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের বিপরীত সকল কিছুকে জাহিলিয়াতের বিধান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব, জাহিলিয়াত হলো ইসলামের প্রতিপক্ষ। মুহম্মদ কুতুব রহ. বলেন, "কুরআনের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াত হলো, এমন মানসিক অবস্থা—যা আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়েত মেনে নিতে অস্বীকার করে। জাহিলিয়াত হলো এমন সামাজিক সংগঠন ও পরিবেশ যা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও বিচারকার্য সম্পাদন করতে অসম্মত।" [১]

❁ গ. ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর একটি আলোচনা জাহিলিয়াতের পরিচয় ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে সাহায্য করবে। পুরো আলোচনা তুলে ধরছি—

"মানুষ মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়তলাভের পূর্বে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল। আল-জাহিলিয়্যাহ শব্দটি জাহল অর্থাৎ অজ্ঞতার দিকে সম্বন্ধকৃত। কারণ তারা সে সময় যেসব কথা বা কাজে লিপ্ত ছিল, কেবল মূর্খ ও জাহিল ব্যক্তিরা তা উদ্ভাবন করে এবং তাতে লিপ্ত হয়।

একইভাবে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ, যা রাসুলগণের আনিত বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক—তাও জাহিলিয়াত। মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ছিল ব্যাপক জাহিলিয়াত। আর তাঁর আবির্ভাবের পর জাহিলিয়াতের পরিধি সীমাবদ্ধ। এক শহরে আছে তো অন্য শহরে নেই, যেমন দারুল কুফরে আছে, দারুল ইসলামে নেই। এক ব্যক্তির মাঝে আছে তো অন্য ব্যক্তির মাঝে নেই। যেমন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কারো মাঝে জাহিলিয়াত আছে, দারুল ইসলামে বাস করলেও সে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত। তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগমণের পর কোনো যুগে সর্বব্যাপী জাহিলিয়াত নেই। কারণ রাসুল ﷺ-এর ভাষ্যমতে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই উম্মাহর একটি দল বিজয়ীবেশে সত্যের ওপর অটল থাকবে।

---

[১] বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত : ১০ পৃ.

আর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে বা অনেক মুসলিম ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জাহিলিয়াত পাওয়া যেতে পারে। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أربع في أمتي من أمر الجاهلية.

'আমার উম্মতের চারটি বিষয় জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।'

হযরত আবু যর রা.-কে তিনি বলেন,

إنك امرؤ فيك جاهلية.

'তুমি এমন ব্যক্তি, যার মাঝে জাহিলি স্বভাব রয়েছে।' ইত্যাদি।

অতএব এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—

ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.

'ইসলামি যুগে জাহিলি প্রথার অন্বেষণকারী!'-এর মধ্যে সর্বপ্রকার জাহিলিয়াত অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক ও সীমাবদ্ধ জাহিলিয়াত। ইহুদী, খৃষ্টবাদী, অগ্নিপূজারী, সাবেয়ি, মূর্তিপূজারী বা এসবের সংমিশ্রণ, কয়েকটির যৌগিক রূপ বা এসব থেকে সংগৃহীত রূপ—ইত্যাদি সকল প্রকার জাহিলিয়াত। কারণ, নবআবিষ্কৃত হোক বা রহিত—সর্বাংশেই এগুলো মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়তের পর জাহিলিয়াতে পরিণত হয়েছে। যদিও জাহিলিয়াত শব্দটি নবুওয়তপূর্ব আরবের অবস্থার ব্যাপারেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়। কারণ অর্থ ও মর্ম একই।"[২]

❁ **ঘ.** যুগ, পরিবেশ ও বাস্তবতাভেদে জাহিলিয়াতের রূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন। জাহিলিয়াতের ব্যাপারে সঠিক ধারণার অভাব, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, আজকের প্রথাগত ইসলামি সমাজেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে জাহিলিয়াত। আধুনিক ইসলামি সমাজ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে পশ্চিমা জাহিলি সভ্যতার আধিপত্য। এক দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি চরম উৎকর্ষে, অপর দিকে প্রতিদিন আল্লাহর অবাধ্যতায় এই মানবসভ্যতা

[২] ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম: ১/২৫৮

স্পর্শ করছে নতুন নতুন মাইলফলক। বস্তুগত উন্নতি ও মূল্যবোধের ফাঁকাবুলি পর্যবসিত হয়েছে ভোগবাদ ও জড়বাদের ঘৃণ্য অন্তসারশূন্যতায়। সর্বত্রই আজ প্রবৃত্তি, মানবসৃষ্ট মতবাদ ও মানবীয় বুদ্ধির জয়জয়কার। এমন সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হতে হলে, আমাদের ফিরতেই হবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে। জাহিলিয়াতের স্বরূপ, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি অনুধাবনে নুসুসের মৌলিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। এই অধ্যয়ন তাজা করবে ঈমান, দৃঢ় করবে ইসলামি মূল্যবোধ এবং হৃদয়ে জাগ্রত করবে জাহিলিয়াতমুক্ত জীবনব্যবস্থা গড়ার তাড়না।

আমাদের এই রচনায় মৌলিকভাবে এই বার্তা দিতে চাই যে, জাহিলিয়্যাহ বর্তমান মুসলিম সমাজেও গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান। বিশ্বাস ও আচরণ উভয় দিক থেকেই। বিষয়টি আমার রচিত চেতনার ইশতেহার বইয়ে নয় থেকে দশ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে স্পষ্ট করেছি। আর বিংশ শতাব্দির জাহিলিয়্যাহ বইয়ে মুহাম্মদ কুতুব রহ. এই বিষয়ে চূড়ান্ত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বলতে পারেন আমার এই বইটি তার তাত্ত্বিক আলাপের নুসুস ভিত্তিক সম্পূরক। যে নুসুসে আক্ষরিকভাবে জাহিলিয়্যাহকে আনা হয়েছে পরিভাষাটির শরঈ গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

❁ ঙ. হাদীসের কিতাব সমুহের পরিভাষাগত বিভিন্ন নাম থাকে, এটা উলূমুল হাদীসের একটি জরুরি বিষয়।

সে রকম একটি পরিভাষা হলো; الأجزاء। অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বিষয়বস্তু অথবা বিশেষ হাদীসের সনদগত কিংবা লেখকের নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী বিশেষ সংলকন -এসব ই হলো হাদীসের পরিভাষায় الجزء الحديثي আল জুয্উল হাদীসি।

যেমন ইমাম ইবনুল মুবারকের কিতাবুল জিহাদ, তাঁর এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ওয়াকী' ইবনু জার্রাহের 'আল যুহ্দ', ইমাম বুখারীর 'জুয্উল কিরাআহ্ খালফাল ইমাম', আবু উবাইদের 'আল আমওয়াল', নুআঈম ইবনে হাম্মদের 'আল ফিতান',

ইবনু আবিদ্দুনয়ার 'সিফাতুল জান্নাহ' ও 'সিফাতুন্নার' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের বক্ষমান রচনাটিও তেমন একটি হাদীসের রচনা।

একটা গলদ ট্রেন্ড প্রচলিত আছে, প্রত্যেক সময় এবং প্রত্যেক বিষয়ে অতি কথন, অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। আর মূল মুতূন বা বেসিক কনটেক্সটের প্রতি অবচৈতনিক অবজ্ঞা। আর এটাকে কখনো মনে করা হয় ইলমের বাহাদুরি। অথেনটিক সোর্স ছাড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজেই একটা বুদ্ধিবৃত্তিক আপদ। এমন চর্বিতচর্বনে ভরে গেছে বিশ্বব্যাপী ইলম ও জ্ঞানের বাজার। তাই আমরা এ সংকটকে সামনে রেখে বক্ষমান নিবন্ধে শুধু মূল নুসূসের উপরই জোর দিয়েছি।

এই সংকলনে আমাদের উদ্দেশ্য—জাহিলিয়া সংশ্লিষ্ট কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক ও প্রায়োগিক বক্তব্য বিন্যস্তভাবে তুলে ধরা। যেন আধুনিক জাহিলিয়ার সঙ্গে পূর্বতন জাহিলিয়ার সূত্র পাঠক সহজে অনুভব করতে পারেন—এবং নুসুসের দ্ব্যর্থহীন বয়ান অন্তরে জাহিলিয়াতের প্রতি যথাযথ সংবেদনশীলতা তৈরি করে। প্রয়োজনের খাতিরে কিছু কিছু স্থানে বরেণ্য আলিমদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে বিশদ আলোচনা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। আল্লাহ তাআলা এই সংকলনকে উপকারী বানিয়ে দিন। আমিন।

নিবেদক

হারুন ইজহার

জামিআতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম
১০.০২.২০২১

আকিদাগত জাহিলিয়াত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

‘তারপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি দান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আরেকদল জাহিলি যুগের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদের এই বলে উদ্বেগে নিপতিত করেছিল, আমাদের কি ব্যাপারটিতে কোনো অধিকার আছে? বলুন হে নবী, সমস্ত বিষয় একমাত্র আল্লাহর অধিকারে। তারা নিজেদের অন্তরে তা গোপন রাখে, যা আপনাকে বলে না। আর মুখে বলে, যদি আমাদের কোনো অধিকার থাকত আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলুন, তোমরা

যদি ঘরেও অবস্থান করতে, নিহত হওয়া যাদের অবধারিত তারা মৃত্যুস্থানের উদ্দেশে বেরিয়ে যেত। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যেন তোমাদের অন্তরে যা আছে পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করেন। অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত।'[৩]

আল্লাহর ব্যাপারে অন্তরে কুধারণা লালন করা আকিদাগত জাহিলিয়াহর উদাহরণ। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল নিজেদেরকে ঘিরে, তাদের থেকে এই জাহিলিয়াত প্রকাশ পেয়েছিল। তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ পরাজিত হবেন—এমন ধারণা পোষণ করছিল। এই দলের লোকেরা হয় দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট, নয়তো মুনাফিক। এই আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

۞ عن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا، سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ

[৩] সুরা আলে ইমরান, ৩:১৫৪

الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ : فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ-এর এক আনসারি সাহাবি আমাকে সংবাদ দেন, তারা এক রাত্রে নবী ﷺ-এর সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় একটি নক্ষত্র পতিত হয়ে আলোকময় হয়ে ওঠে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, এ ধরনের তারকা পতিত হলে জাহিলি যুগে তোমরা কী বলতে? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোনো মহান ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, কিংবা কোনো মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনে রেখো, কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে তা পতিত হয় না। কল্যাণময় ও মহান নামের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাসবিহ পাঠ করে। তারপর তাসবিহ পাঠ করে সে আকাশের অধিবাসীরা, যারা তাদের পার্শ্ববর্তী; পরিশেষে তাসবিহ পাঠের ধারা এই প্রথম আসমানের অধিবাসীদের পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর আরশ বহনকারীদের (ফেরেশতা) পার্শ্ববর্তীরা আরশ বহনকারীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তখন তিনি কী বলেছেন তা তারা জানিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আসমানসমূহের অধিবাসীরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে। পরিশেষে এ সংবাদ সর্বনিম্ন আকাশে পৌঁছে। সে সময় জিনেরা অতর্কিতে গোপন খবরটি শুনে নেয় এবং তাদের দোসর জ্যোতিষীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। তখন তাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হয়। তাই যা তারা ঠিকভাবে নিয়ে আসতে পারে, তা সত্যিই হয়; তবে তারা তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে অনুমান করে কথা সাজিয়ে যোগ করে।[৪]

[৪] সহিহ মুসলিম : ২২২৯, জামিউত তিরমিযি : ৩২২৪

۞ عن أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ ».

২. আবু মালিক আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলি যুগের চারটি স্বভাব থাকবে, তারা তা পরিত্যাগ করবে না। ১. বংশকৌলিন্যের গর্ব। ২. অন্যের বংশে অপবাদ আরোপ করা। ৩. নক্ষত্র গণনা করে বৃষ্টি কামনা এবং ৪. বিলাপ করে ক্রন্দন।[৫]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ : النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى : أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ ؟ وَالْأَنْوَاءُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ».

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, জাহিলিয়াতের চারটি বিষয় আমার উম্মতের লোকেরা কখনো ছেড়ে দেবে না। ১. বিলাপ করে ক্রন্দন। ২. বংশকৌলিন্যের অপবাদ দেওয়া। ৩. সংক্রমণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, একটি উট খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হয়ে একশ উটকে আক্রান্ত করল। প্রশ্ন হলো, প্রথম উটকে কে আক্রান্ত করেছে? ৪. নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা, অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে।'[৬]

۞ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ :

---

[৫] সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

[৬] জামিউত তিরমিযি : ১০০১

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ. قَالَ : « فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ ». قَالَ : قُلْتُ : كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ : « ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ ».

৪. মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামি রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, জাহিলি যুগে আমরা কিছু কাজ করতাম, একটি হলো, আমরা গণকের কাছে যেতাম। রাসুল ﷺ বললেন, আর গণকের কাছে যাবে না। আমি বললাম, আমরা ভাগ্য যাচাই করতাম। তিনি বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা তোমাদের কেউ অন্তরে অনুভব করে। তাকে যেন এটি কাজকর্ম থেকে বাধা না দেয়।[৭]

۞ وفي رواية أحمد: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنَّا نَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَتَطَيَّرُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ ؟ قَالَ : « فَلَا تَأْتِ الْكُهَّانَ ».

৫. মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামি রহ. রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, জাহিলি যুগে আমাদের কিছু কৃতকর্ম সম্পর্কে বলুন, আমরা ভাগ্য যাচাই করতাম। রাসুল ﷺ বলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা তোমরা অন্তরে অনুভব করবে। তবু যেন তা তোমাদেরকে কাজকর্ম থেকে বাধা না দেয়। তিনি বলেন, হে রাসুল ﷺ, আমরা গণকের কাছে যেতাম। তিনি উত্তর দিলেন, গণকের কাছে আর যাবে না।[৮]

[৭] সহিহ মুসলিম : ৫৩৭

[৮] মুসনাদে আহমদ : ২৩৭৬৮

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا غُولَ ».

৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, (মরুভূমিতে নানান বেশ ধরে পথ ভুলানো) ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই।[৯]

۞ سُئِلَ مَالِكٌ رحمه الله عَنْ قَوْلِهِ ﷺ « لَا صَفَرَ ». قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ، يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا صَفَرَ ».

৭. ইমাম মালিক রহ.-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস 'লা সাফারা' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জাহিলি যুগে লোকেরা সফর মাসকে (যুদ্ধের জন্য) বৈধ ঘোষণা করত। তারা উক্ত মাসকে এক বছর বৈধ এবং এক বছর নিষিদ্ধ গণ্য করত। তাই রাসুল ﷺ বলেন, সফর মাসের বিধান পরিবর্তন ভিত্তিহীন।[১০]

۞ عن بَقِيَّة ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ : قَوْلُهُ : « هَامَ » ؟ قَالَ : كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ : لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ . قُلْتُ : فَقَوْلُهُ : « صَفَرَ »؟ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا صَفَرَ ». قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ : هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : هُوَ يُعْدِي. فَقَالَ : « لَا صَفَرَ ».

৮. বাকিয়্যাহ রহ. বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন রাশেদ থেকে হাদিসে বর্ণিত প্যাঁচার ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, জাহিলি যুগে লোকেরা বিশ্বাস

[৯] সুনানু আবি দাউদ : ৩৯১৩
[১০] সুনানু আবি দাউদ : ৩৯১৪

করত, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তার কবর থেকে একটি প্যাঁচা বের হয়। আমি সফর সম্পর্কিত হাদিস জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, শুনেছি জাহিলি যুগে লোকেরা সফর মাসকে অশুভ মনে করত। তখন নবী ﷺ বলেন, সফর মাসে কোনো অকল্যাণ নেই। মুহাম্মদ বিন রাশেদ রহ. বলেন, কারও কারও নিকট শুনেছি, এটি এক প্রকার পেটব্যথা। লোকেরা ধারণা করত এটি সংক্রামক। তখন নবী ﷺ বললেন, সফর মাসে এমন কিছু নেই।[১১]

۞ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ : « فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ » قَالَ : لَا. قَالَ : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ ».

৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি কুরবানি করার মান্নত করেছি। রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমার অন্তরে কি জাহিলি চিন্তা রয়ে গেছে? সে বলল, না। রাসুল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো।[১২]

۞ ۞ ۞

[১১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৯১৫
[১২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৩০, হাদিসটি সহিহ।

الجاهلية السياسية

রাজনৈতিক জাহিলিয়াত

ক. জাহিলিয়া : কুফুরি শাসনব্যবস্থা ও মানবরচিত আইন

- আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

'তবে কি তারা জাহিলি যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ তাআলার চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কে আছে?'[১৩]

এটি জাহিলিয়াতের রাজনৈতিক রূপ। মুনাফিকরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিচার নিয়ে এসেছিল, তিনি ফয়সালা করেছিলেন। তারা সেই বিচার প্রত্যাখ্যান করে জাহিলি বিধানের দিকে ধাবিত হয়। এই আয়াত থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায়, বিধান কেবল দুই প্রকার। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার পর বাকি থাকে কেবল জাহিলিয়াতের বিধানই। অতএব, বর্তমান যুগের মানবরচিত আইনের পূজারিদের অবস্থান জাহিলিয়াতের শিবিরে। কুফুরি শাসনব্যবস্থার নিকট বিচার চাওয়া জাহিলিয়াত।

- আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن

[১৩] সুরা মায়েদা, ৫:৫০

يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস রাখে, অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় কুফুরি শাসনব্যবস্থার কাছে, যদিও তাদেরকে কুফুরি শাসনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?'[১৪]

- ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ...

'কুফুরি শাসনব্যবস্থা হলো প্রত্যেক গাইরুল্লাহ, যার ব্যাপারে মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, তার উপাসনা, অনুসরণ বা আনুগত্য যা-ই করা হোক। প্রত্যেক জাতির কুফুরি শাসনব্যবস্থা হলো আল্লাহ ও রাসুলকে ত্যাগ করে তারা যার নিকট বিচার কামনা করে। তার ইবাদত করে। আল্লাহর নির্দেশনার খেলাফ অনুসরণ করে। অথবা এমন ক্ষেত্রে আনুগত্য করে যার ব্যাপারে তাদের ধারণা, এটি আল্লাহর ইবাদত নয়। এরাই বিশ্বের কুফুরি শাসকগোষ্ঠী। মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে, অধিকাংশই আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে কুফুরি শাসনব্যবস্থার ইবাদতে মনোনিবেশ করেছে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে তাদের নিকট বিচারের জন্য যাচ্ছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য না করে কুফুরি শাসনব্যবস্থার অনুসরণ ও আনুগত্য করছে। এরা উম্মাহর মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দল তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তার অনুসারীদের পথ থেকে বিচ্যুত। তাদের উদ্দেশ্য থেকে পদস্খলিত; বরং পথ ও উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত।[১৫]

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ইসলামি বিধানের পথে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

[১৪] সুরা নিসা, ৪:৬০

[১৫] ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ১/৪০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا.

'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের। কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট উপস্থাপন করো। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।'[১৬]

- বরং পবিত্র কুরআনে একে ঈমানের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا.

'না, আল্লাহর শপথ, তারা মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তাদের বিবাদ-বিসংবাদের ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে, তারপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে না নেয়।'[১৭]

- ইমাম ইবনে কাসির রহ. (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেন,

«يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَعَدل إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ، الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ، مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ،

[১৬] সুরা নিসা, ৪:৫৯
[১৭] সুরা নিসা, ৪:৬৫

وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ، الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ اقْتَبَسَهَا عَنْ شَرَائِعَ شَتَّى، مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهَوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا، يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ أَيْ: يَبْتَغُونَ وَيُرِيدُونَ، وَعَنْ حُكْمِ اللهِ يَعْدِلُونَ.»

'আল্লাহ তাআলা তার নিন্দা করছেন, যে তাঁর দ্ব্যর্থহীন বিধানকে পরিত্যাগ করে। যে বিধান সকল কল্যাণকে ধারণ করে এবং বিরত রাখে সকল অকল্যাণ থেকে। তার পরিবর্তে সরে পড়ে সেসব ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তি ও পরিভাষার দিকে, যেগুলো মানুষ আল্লাহর শরিয়তের ওপর ভিত্তি না রেখে সৃষ্টি করেছে। যেমন, জাহিলি যুগে মানুষেরা অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা দ্বারা বিচার করত। যা প্রণয়ন করেছিল নিজেদের চিন্তা ও প্রবৃত্তির সাহায্যে। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন তাতারিরা তাদের শাসক চেঙ্গিজ খানের প্রণীত ইয়াসিক নামক বিধান অনুসরণ করত। এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে বিভিন্ন ধর্ম—যেমন ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম থেকে বিভিন্ন বিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক বিধান নিছক তার প্রবৃত্তি ও মস্তিষ্কপ্রসূত। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে এটিই অনুসরণযোগ্য ধর্মের মর্যাদা পায়। কুরআন-সুন্নাহর ওপর তারা অগ্রগামী করে তাকে। যারা এই ধরনের কাজ করে তারা কাফির এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানে প্রত্যাবর্তন করে। "তারা কি জাহিলি যুগের বিধি-বিধান কামনা করে?" অর্থাৎ জাহিলি বিধান কামনা করে, পছন্দ করে এবং আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[১৮]

[১৮] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১১৯

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فُودِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ، فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ. فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ }، وَالْقِسْطُ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ }.

- ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

'কুরাইজা ও নজির ইহুদিদের দুটি গোত্র। এদের মধ্যে বনু নজির ছিল বনু কুরাইজা থেকে সম্ভ্রান্ত। বনু কুরাইজার কেউ বনু নজিরের কাউকে হত্যা করলে, তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনু নজিরের কেউ বনু কুরাইজার কাউকে হত্যা করলে রক্তপণস্বরূপ সে একশ ওয়াসাক খেজুর আদায় করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তলাভের পর বনু নজিরের এক ব্যক্তি কুরাইজার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। বনু কুরাইজার লোকেরা বলল, হত্যাকারীকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আমরা তাকে হত্যা করব। বনু নজিরের লোকেরা বলল, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী হবেন নবী ﷺ। তারা তাঁর নিকট এলে আয়াত নাজিল হলো, "যদি আপনি কাফিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন", আর ইনসাফ হলো হত্যার পরিবর্তে হত্যা। এরপর নাজিল হলো, "তারা কি জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে?"'[১৯]

[১৯] সুনানে নাসায়ি : ৪৭৩২, সুনানে আবু দাউদ : ৪৪৯৪

খ. জাহিলিয়া : ইমারা ও জামাআহর অনুপস্থিতি

۞ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ : مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ ؟ قَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً . قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ : أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ : مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَتْ : مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ : إِنَّكِ لَسَئُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ : مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ : بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ. قَالَتْ : وَمَا الْأَئِمَّةُ ؟ قَالَ : أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ ؟ قَالَتْ : بَلَى. قَالَ : فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ.

১. কাইস ইবনে আবু হাজিম রহ. থেকে বর্ণিত, একদিন আবু বকর রা. আহমাস গোত্রের জনৈকা মহিলার নিকট গেলেন, তার নাম ছিল যায়নাব। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কথা বলছেন না। তিনি বললেন, তার কী হয়েছে? কথা বলছে না কেন? লোকেরা বলল, তিনি নিঃশব্দে হজ পালন করছেন। আবু বকর রা. তাকে বললেন, আপনি কথা বলুন, এটি জায়েজ নয়; এটি জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তখন মহিলাটি কথা বললেন। বললেন, আপনি কে? আবু বকর রা. উত্তর দিলেন, আমি একজন মুহাজির। মহিলাটি বললেন, কোন গোত্রের মুহাজির? তিনি বললেন, কুরাইশ। মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কুরাইশের কোন বংশের লোক? আবু বকর রা. বললেন, আপনি অতিরিক্ত প্রশ্ন করেন! আমি আবু বকর। মহিলাটি বললেন, জাহিলি যুগের

পর আল্লাহ তাআলা যে কল্যাণপূর্ণ জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, আমরা এতে কতদিন থাকব? উত্তরে আবু বকর রা. বলেন, যতদিন আপনাদের ব্যাপারে ইমামগণ দ্বীনের ওপর অটল থাকবেন। মহিলাটি বললেন, ইমাম কারা? আবু বকর রা. বললেন, আপনার কওমে কি সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নেই, যারা জনগণকে নির্দেশ দিলে তারা তা পালন করে? মহিলাটি বললেন, হাঁ, আছে। আবু বকর রা. বললেন, তারাই জনগণের ইমাম।[২০]

۞ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

২. মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কোনো ইমাম নেই, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপর হলো।[২১]

۞ عَنْ أَبِي المتوكل الناجي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَقِتَالَ عِمِّيَّةٍ وَمِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ» , قَالَ: قُلْتُ: مَا قِتَالُ عِمِّيَّةٍ؟ قَالَ: « إِذَا قِيلَ: يَا لَفُلَانُ , يَا بَنِي فُلَانٍ , » قَالَ: قُلْتُ: مَا مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْكَ».

৩. আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজি রহ. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, তোমরা বেঁচে থাকো ভ্রষ্ট লক্ষ্যের লড়াই ও জাহিলিয়্যার মৃত্যু থেকে। আমি বললাম, লক্ষ্যহীন লড়াই কী? তিনি বললেন, যখন বলা হয় হে অমুক গোত্রের লোকেরা! (অর্থাৎ যখন গোত্রের নামে লড়াইয়ের আহ্বান করা হয়)। আমি বললাম, জাহিলি মৃত্যু কী? বললেন, এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, তোমার কোনো ইমাম নেই।[২২]

---

[২০] সহিহ বুখারি : ৩৮৩৪

[২১] মুসনাদে আহমাদ : ১৬৮৭৬

[২২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭১৫০

۞ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

৪. ইবনে আব্বাস রা. রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নিজ আমিরের কোনো বিষয় কারও অপছন্দ হলে, সে যেন সবর করে। কেননা শাসকের আনুগত্য থেকে যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণে হলেও বেরিয়ে আসে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপর হয়।[২৩]

۞ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

৫. আবু রাজা উতারিদি রহ. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুল ﷺ থেকে তিনি বর্ণনা করেন, কেউ যদি নিজ আমিরের এমন কোনো বিষয় লক্ষ করে, যা তার অপছন্দ হয়, সে যেন সবর করে। কেননা, যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণও জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপরই হয়।[২৪]

۞ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.»

৬. আবু রাজা উতারিদি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে মিম্বরে বসে

[২৩] সহিহ বুখারি : ৭০৫৩
[২৪] সহিহ বুখারি : ৭০৫৪

খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, জামাআহ থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের ওপর।[২৫]

۞ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

۞ وفي رواية قال: « مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ».

৭. নাফে রহ. বলেন, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার শাসনামলে হাররার ঘটনা সংঘটিত হলে ইবনে উমর রা. আবদুল্লাহ বিন মুতির কাছে আসেন। তিনি বলেন, আবু আবদুর রহমান (ইবনে উমর)-এর জন্য বালিশ পেতে দাও। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, আমি তোমার কাছে বসার জন্য আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাতে এসেছি, যা আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমিরের আনুগত্য থেকে যে ব্যক্তি হাত গুটিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তার স্বপক্ষে কোনো দলিল থাকবে না। আর যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার ঘাড়ে কোনো বাইআত নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।[২৬]

[২৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭১৫৮

[২৬] সহিহ মুসলিম : ১৮৫১; মুসনাদে আহমাদ : ৫৭১৮

৮. অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসুল ﷺ বলেন, যে আনুগত্যের বাইআত থেকে বেরিয়ে আসবে কিংবা জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের ওপর।[২৭]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ».

৯. আবু হুরায়রা রা. রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিহার করে এবং জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। যে ব্যক্তি লড়াই করে ভ্রষ্ট লক্ষ্যের পতাকাতলে, রাগান্বিত হয় গোত্রপ্রীতির কারণে অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে, কিংবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে; এর ফলে নিহত হয়, তার হত্যা জাহিলি যুগের হত্যারই অনুরূপ। যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে, তাদের মুমিনদেরকেও রেহাই দেয় না, তাদের অঙ্গীকারভুক্তদের অঙ্গীকার রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।[২৮]

۞ وفي رواية النسائي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

[২৭] মুসনাদে আহমাদ : ৬১৬৬
[২৮] সহিহ মুসলিম : ১৮৪৮

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ».

১০. নাসায়ির রেওয়ায়াতে আছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য ত্যাগ করে এবং জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তারপর মারা যায়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর অনুরূপ। যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে, তাদের মুমিনদেরকেও রেহাই দেয় না, তাদের অঙ্গীকারভুক্তদের অঙ্গীকার রক্ষা করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। যে লড়াই করে ভ্রষ্ট লক্ষ্যের পতাকাতলে, আহ্বান করে গোত্রপ্রীতির দিকে কিংবা গোত্রপ্রীতির কারণে ক্ষুব্ধ হয়, অতঃপর নিহত হয়, তার হত্যা (মৃত্যু) জাহিলিয়াতের হত্যারই অনুরূপ।[২৯]

۞ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ».

[২৯] সুনানে নাসায়ি : ৪১১৪

১১. নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন পাঁচটি নির্দেশ দিচ্ছি, যে পাঁচটি নির্দেশ আল্লাহ তাআলাই আমাকে দিয়েছেন। তোমরা আমিরের কথা শুনবে, তাঁর আনুগত্য করবে, হিজরত করবে, জিহাদ করবে এবং জামাতবদ্ধ থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআহ থেকে বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে গলা থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলল, যদি না সে ফিরে আসে। যে জাহিলি সম্ভাষণ দ্বারা আহ্বান করবে, সে জাহান্নামবাসীদের দলভুক্ত। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে সালাত ও সাওম পালন করলেও? তিনি বললেন, হাঁ, সালাত ও সাওম পালন করলেও। তাই তোমরা আল্লাহর সম্ভাষণে ডাকো, মুমিন ও মুসলমানদেরকে যা তিনি আখ্যা দিয়েছেন—হে আল্লাহর বান্দাগণ।[৩০]

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً, وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فَلَا حُجَّةَ لَهُ».

১২. আবদুল্লাহ ইবনে আমের রহ. নিজ পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার ওপর কারও আনুগত্যের চুক্তি নেই, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপর হয়েছে। আনুগত্যের চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর যে সেটি থেকে নিজেকে মুক্ত করল, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।[৩১]

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ.»

[৩০] জামিউত তিরমিযি : ২৮৬৩; আবু দাউদ : ২৮৬৪
[৩১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭২০০

১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমের রহ. তার পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার ওপর কারও আনুগত্যের চুক্তি নেই, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপর হয়েছে। আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ করার পর যে সেটি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তার পক্ষে কোনো প্রমাণ থাকবে না।[৩২]

❁ ❁ ❁

[৩২] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৬৯৬

সামাজিক জাহিলিয়াত

ক. জাহিলিয়া : বিভক্তি, গোষ্ঠিপ্রীতি ও দলান্ধতা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

'যখন কাফেররা অন্তরে জাহিলি যুগের আত্ম-অহমিকা পোষণ করত, তখন আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের অন্তরে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন, তাদেরকে তাকওয়ার কালিমায় সুদৃঢ় রাখলেন; আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।'[৩৩]

দম্ভ, গৌরব ও আত্ম-অহমিকা সামাজিক জাহিলিয়াতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য, স্তরবিভেদ, সত্যের প্রত্যাখ্যান, অনৈক্য সৃষ্টি ও প্রতিহিংসাপূর্ণ আচরণে এর ভূমিকা প্রধান। পুরাকালের বর্বর সমাজব্যবস্থা থেকে আধুনিক কপট অভিজাততন্ত্র, প্রতিটি যুগের বাস্তবতা এটি স্বীকার করতে বাধ্য। তাই কুরআন-সুন্নাহয় জাহিলিয়্যার মৌলিক আলাপে বারবার উঠে এসেছে অহমিকার কথা।

[৩৩] সুরা ফাতহ, ৪৮:২৬

۞ عن عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

১. উরওয়া রা. বলেন, হুমস বংশের লোকেরা ব্যতীত সাধারণ মানুষ জাহিলি যুগে উলঙ্গ তাওয়াফ করত। হুমস হলো কুরাইশ ও তাদের বংশধররা। হুমসের লোকেরা সওয়াবের আশায় অন্যদেরকে কাপড় দিত। পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত, সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর মহিলা মহিলাকে কাপড় দিত, সে তা পরে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে কাপড় দিত না, সে উলঙ্গ তাওয়াফ করত। সব লোক প্রত্যাবর্তন করত আরাফা থেকে, আর হুমস প্রত্যাবর্তন করত মুজদালিফা থেকে। রাবি উরওয়া রহ. বলেন, এই আয়াত হুমসের লোকদের ব্যাপারেই নাজিল হয়েছে, 'অন্যরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো।' তিনি বলেন, তারা মুজদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তাই তাদেরকে আরাফায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩৪][৩৫]

---

[৩৪] সহিহ বুখারি : ১৬৬৫

[৩৫] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, শুধুমাত্র বংশের ভিত্তিতে ধর্মীয় মর্যাদা নির্ধারণ জাহিলি যুগের বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত। রাফিজি সম্প্রদায় ও তাদের মতো অন্যান্য মূর্খ গোষ্ঠী এসব বিধানের ক্ষেত্রে জাহিলি যুগের অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِن ذَكَرٍ وأُنْثى وجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقاكُمْ

۞ عن جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ » ثُمَّ قَالَ : « مَا شَأْنُهُمْ ؟ » فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ. قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ ».

২. জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম, বহু মুহাজির লোক তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একজন আনসারির পশ্চাতে আঘাত করলেন। আনসারি সাহাবি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। এক পর্যায়ে লোকেরা সাহায্যের জন্য নিজ গোত্রের লোকদের ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। আনসারি বললেন, হে আনসারিরা! মুহাজির বললেন, হে মুহাজিররা! নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন। বললেন, জাহিলি যুগের আহ্বান কেন শুনতে পাচ্ছি? তারপর

'হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকি।' -সুরা হুজুরাত, ৪৯:১৩

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلى عَجَمِيٍّ ولا لِعَجَمِيٍّ عَلى عَرَبِيٍّ ولا لِأَسْوَدَ عَلى أَبْيَضَ ولا لِأَبْيَضَ عَلى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوى. النَّاسُ مِن آدَمَ وآدَمُ مِن تُرابٍ

'তাকওয়া ব্যতীত আরবের ওপর অনারবের কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবের ওপর নেই আরবের। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণবর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্বেতাঙ্গের নেই কৃষ্ণবর্ণের ওপর। সকল মানুষ আদমের বংশধর। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা।' -মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/২৩০

বললেন, তাদের কী হয়েছে? মুহাজির কর্তৃক আনসারিকে আঘাত করার কথা তাকে জানানো হলো। নবী ﷺ বললেন, এমন হাঁকডাক বর্জন করো, এটি খুবই মন্দ আহ্বান।[৩৬]

۞ وفي رواية الترمذي: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ».

৩. ইমাম তিরমিজির রেওয়ায়াতে আছে, রাসুল ﷺ বললেন, এমন হাঁকডাক বর্জন করো, এটা দুর্গন্ধযুক্ত।[৩৭]

۞ ورواه مسلم بسنده، قَالَ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ، أَوِ الْمُهَاجِرُونَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « مَا هَذَا ؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ». قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قَالَ : « فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ ».

৪. ইমাম মুসলিম রেওয়ায়াত করেন, দুজন গোলাম মারামারি করে। তাদের একজন মুহাজির, অপরজন আনসারি। তখন মুহাজির সাহাবি বা মুহাজিরগণ আহ্বান করেন, হে মুহাজিরগণ। আনসারি সাহাবি আহ্বান করেন, হে আনসারিগণ। রাসুল ﷺ বেরিয়ে এসে বলেন, কী ব্যাপার? জাহিলি যুগের আহ্বান কেন শুনছি? তারা বলেন, না হে আল্লাহর রাসুল। দুটি গোলাম ঝগড়া

[৩৬] সহিহ বুখারি : ৩৫১৮

[৩৭] জামিউত তিরমিযি : ৩৩১৫

করেছে। তাদের একজন অপরজনের পশ্চাতে আঘাত করেছে। রাসুল ﷺ বলেন, তাহলে সমস্যা নেই। প্রত্যেকে যেন তাদের ভাইকে সাহায্য করে, সে জালিম হোক বা মজলুম। জালিম হলে যেন তাকে বাধা দেয়, এ হচ্ছে তার জন্য সাহায্য। আর মজলুম হলে যেন তাকে সাহায্য করে।[৩৮]

۞ عن أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ ».

৫. আবু মালিক আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতে জাহিলি যুগের চারটি স্বভাব থাকবে, তারা তা পরিত্যাগ করবে না। ১. বংশকৌলিন্যের গর্ব। ২. অন্যের বংশে অপবাদ আরোপ। ৩. নক্ষত্র গণনা করে বৃষ্টি কামনা এবং ৪. বিলাপ করে ক্রন্দন করা।[৩৯]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ : النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى : أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ ؟ وَالْأَنْوَاءُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ».

৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, জাহিলিয়াতের চারটি বিষয় আমার উম্মতের লোকেরা কখনো ছেড়ে দেবে না। ১. বিলাপ করে কাঁদা। ২. বংশকৌলিন্যের অপবাদ দেওয়া। ৩. সংক্রমণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, একটি উট খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হয়ে একশ উটকে আক্রান্ত করল।

[৩৮] সহিহ মুসলিম : ২৫৮৪
[৩৯] সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

প্রশ্ন হলো, প্রথম উটকে কে আক্রান্ত করেছে? ৪. নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা, অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে।[৪০]

۞ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } ».

৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জাহিলি যুগের দম্ভ ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার প্রদর্শন বাতিল করেছেন। মানুষ দুই প্রকার। নেককার আল্লাহভীরু, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত। আর দুর্ভাগা পাপাচারী, সে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মানুষ, তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক অবগত, সম্যক অবহিত।[৪১]

[৪০] জামিউত তিরমিযি : ১০০১, তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান স্তরের।
[৪১] জামিউত তিরমিযি : ৩২৭০

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ ».

৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহিলি যুগের দম্ভ ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে অহংকার বাতিল করেছেন। মানুষ দুই প্রকার, মুত্তাকি মুমিন ও দুর্ভাগা পাপাচারী। তোমরা আদমের সন্তান, আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ যেন অতি অবশ্যই এমন কিছু গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে অহংকার পরিহার করে, যারা এখন জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। নয়তো তোমরা আল্লাহর নিকট ময়লার কীটের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যা নাক দিয়ে ময়লা টেনে নিয়ে যায়।[৪২]

۞ وفي رواية الترمذي: أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ.

৯. ইমাম তিরমিজি রহ. রেওয়ায়াত করেন, "নয়তো তোমরা আল্লাহর নিকট ময়লার কীটের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যা নাক দিয়ে গোবর নাড়াচাড়া করে।"[৪৩]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخْرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخَنَافِسِ ».

[৪২] সুনানে আবু দাউদ : ৫১১৬
[৪৩] জামিউত তিরমিযি : ৩৯৫৫

১০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, হয়তো মানুষ জাহিলিয়াতের দম্ভ-অহংকার বর্জন করবে, নয়তো তারা আল্লাহ তাআলার নিকট গুবরেপোকার চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে পড়বে।[৪৪]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ».

১১. আবু হুরায়রা রা. রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিহার করে এবং জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তারপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। যে ব্যক্তি লড়াই করে ভ্রষ্ট লক্ষ্যের পতাকাতলে, রাগান্বিত হয় গোত্রপ্রীতির কারণে অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে, কিংবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে, এর ফলে নিহত হয়, তার হত্যা জাহিলি যুগের হত্যারই অনুরূপ। যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে, তাদের মুমিনদেরকেও রেহাই দেয় না, তাদের অঙ্গীকারভুক্তদের অঙ্গীকার রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।[৪৫]

۞ عَنْ أَبِي المتوكل الناجي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَقِتَالَ عِمِّيَّةٍ وَمِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ» , قَالَ:

[৪৪] মুসনাদে আহমাদ : ৮৭৯২

[৪৫] সহিহ মুসলিম : ১৮৪৮; সুনানে নাসায়ি : ৪১১৪

قُلْتُ: مَا قِتَالُ عِمِّيَّةٍ؟ قَالَ: « إِذَا قِيلَ: يَا لَفُلَانُ , يَا بَنِي فُلَانٍ , » قَالَ: قُلْتُ: مَا مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْكَ».

১২. আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজি রহ. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, তোমরা বেঁচে থাকো ভ্রষ্ট লক্ষ্যের লড়াই ও জাহিলিয়াতের মৃত্যু থেকে। আমি বললাম, ভ্রষ্ট লক্ষ্যের লড়াই কী? তিনি বললেন, যখন বলা হয় হে অমুক গোত্রের লোকেরা! (অর্থাৎ যখন গোত্রের নামে লড়াইয়ের আহ্বান করা হয়।) আমি বললাম, জাহিলি মৃত্যু কী? বললেন, এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, তোমার কোনো ইমাম নেই।[৪৬]

۞ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ».

১৩. জুনদুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে বা গোত্রপ্রীতির সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে, এমতাবস্থায় ভ্রষ্ট লক্ষ্যের পতাকাতলে নিহত হয়, তার মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু।[৪৭]

۞ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ» .

১৪. আউফ রহ. হাসান রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট লক্ষ্যের লড়াইয়ে নিহত হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের ওপর হয়ে থাকে।[৪৮]

[৪৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭১৫০
[৪৭] সহিহ মুসলিম : ১৮৫০
[৪৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭১৫১

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: «يَقْتَتِلُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ قَتْلِ أَمِيرٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ فَتَظْهَرُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ حِينَ تَظْهَرُ وَهِيَ ذَلِيلَةٌ، فَيَرْغَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ فَيَسِيرُونَ إِلَيْهِمْ، وَيَقْتَحِمُ أُنَاسٌ فِي الْكُفْرِ تَقَحُّمًا».

১৫. আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আমিরের হত্যা বা বহিষ্কারের সূত্র ধরে মানুষ নিজেদের মধ্যে জাহিলি সম্ভাষণের ভিত্তিতে লড়াই করবে। এক দল অপর দলের ওপর বিজয়ী হবে, অথচ তারা দুর্বল। অতঃপর পার্শ্ববর্তী এলাকার শত্রুদের ক্ষমতার লোভ হবে, তাদের উদ্দেশে তারা অভিযান পরিচালনা করবে। আর একদল লোক কুফরের আগুনে ঝাঁপ দেবে।[৪৯]

۞ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «تَقْتَتِلُ بِهَذَا الْغَائِطِ فِئَتَانِ لَا أُبَالِي فِي أَيِّهِمَا عَرَفْتُكَ» , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفِي الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ أَمْ فِي النَّارِ , قَالَ: «ذَاكَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ» , قَالَ: فَمَا قَتْلَاهُمْ؟ قَالَ: «قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ».

১৬. যাইদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন, হুজাইফা রা. বললেন, এই উপত্যকায় দুটি দল লড়াই করবে, আমি পরোয়া করি না কোন দলে তোমাকে দেখেছি। তাকে তখন এক লোক বলল, তারা (উভয় দল) কি জান্নাতি, না জাহান্নামি? তিনি বললেন, এটিই তোমাকে বলছি। লোকটি বলল, তাদের মৃতদের কী অবস্থা? তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণকারী।[৫০]

---

[৪৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭৪১০

[৫০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭৪৪৯

۞ في خطبة طويلة لعلي رضي الله عنه: فقام رجل فَقَالَ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لاَ، بها جَمَاعَةٌ شَتَّى غَيْرَ أَنَّ أُعْطِيَاتِكُمْ وَحَجَّكُمْ وَأَسْفَارَكُمْ وَاحِدٌ ، وَالْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقْتُلُ هَذَا هَذَا ، فِتْنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدًى وَلاَ عِلْمٍ، يُرَى نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ.

১৭. আলি রা.-এর একটি দীর্ঘ খুতবার বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, তার পরে কি আর কোনো জামাআহ হবে হে আমিরুল মুমিনিন? তিনি বললেন, বিভিন্ন জামাআহ হবে। তবে তোমাদের দান-সদকা, হজ ও সফরসমূহ একই হবে, কিন্তু অন্তর হবে এমনই ভিন্ন ভিন্ন—এই বলে তিনি হাতের আঙুল দিয়ে জট পাকালেন। লোকটি বলল, এর কারণ কী হে আমিরুল মুমিনিন? তিনি বললেন, এ ওকে হত্যা করবে, বীভৎস জাহিলি ফিতনার উদ্ভব হবে। হেদায়েত ও ইলমের অধিকারী কোনো ইমাম থাকবে না। আমরা আহলে বাইতের সদস্যরা এই ফিতনা থেকে মুক্ত আছে মনে করি, আর আমরা এর দিকে আহ্বানকারীও নই।[৫১]

۞ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يَكْنِهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا : « إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ، وَلَا تَكْنُوا ».

[৫১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭৭৩৪

১৮. উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক লোক জাহিলি যুগের ন্যায় নিজেকে বিশেষ কোনো বংশের দিকে সম্বন্ধ করল। উবাই রা. তাকে পূর্বপুরুষের লিঙ্গ কামড়ে ধরতে বললেন। ইঙ্গিত না করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন। এতে মানুষ তার দিকে তাকাল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি জানি তোমাদের মনে কী আছে, এমন বলা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা কাউকে জাহিলি যুগের ন্যায় বিশেষ কোনো বংশের সন্তান দাবি করতে দেখবে, তাকে বলবে পূর্বপুরুষের লিঙ্গ কামড়াতে। ইঙ্গিতে বলবে না।[৫২]

খ. জাহিলিয়া : নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিটি দিককে ইসলাম জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গটির সারমর্ম ফুটে উঠেছে নুসুসের সংক্ষিপ্ত বয়ানে। উম্মুল মুমিনিন রা.-গণের প্রতি আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

'আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং পূর্বকার জাহিলি যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথার আনুগত্য করবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো তোমাদের থেকে পঙ্কিলতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করতে চান।'[৫৩]

---

[৫২] মুসনাদে আহমদ : ২১২৩৩

[৫৩] সুরা আহযাব, ৩৩:৩৩

۞ عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ. تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ

أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

১. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত, তাকে আয়েশা রা. বলেছেন, জাহিলি যুগে চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমানকালের ন্যায়। অর্থাৎ একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের নিকট তার কন্যা বা তার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত কোনো মহিলার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং মোহর নির্ধারণপূর্বক তাকে বিয়ে করে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর বলত, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সঙ্গে যৌন মিলন করো (তার বীর্য গ্রহণ করো)। এরপর স্বামী তার থেকে পৃথক থাকত। কখনো এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সেই তৃতীয় ব্যক্তির বীর্য দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে তার যৌন মিলন হতো। তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলে ইচ্ছে করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করত। এই বিয়ের উদ্দেশ্য ছিল যেন তাদের উন্নত জাতের সন্তান লাভ হয়। এ ধরনের বিয়েকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' (বীর্য গ্রহণের বিয়ে) বলা হতো। তৃতীয় প্রকার ছিল, দশ জনের কম একদল পুরুষ একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হতো। মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে সেই মহিলা সেসব ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত, কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হলে সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জানো তোমরা কী করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমার সন্তান। অর্থাৎ ওই মহিলা যাকে ইচ্ছা তার নাম ধরে সন্তান হস্তান্তর করত। তখন ওই ব্যক্তি শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ কোনো মহিলার সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতো। ওই মহিলা কাউকেই ফিরিয়ে দিত না। এরা ছিল পতিতা, তারা

চিহ্ন হিসেবে ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছে করলে অবাধে এদের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতো। তারা গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দিলে সবাইকে জড়ো করা হতো। কাফাহকে ডেকে আনা হতো।[৫৪] তারা যে লোকটিকে সন্তানের পিতা মনে করত, তার দিকে সম্পৃক্ত করত। তখন ওই লোকটি ওই সন্তানকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং লোকে ওই সন্তানকে তার সন্তান আখ্যা দিত। সে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করা হলো, তিনি বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম ছাড়া জাহিলি যুগের সমস্ত বিবাহের রীতি বাতিল করে দিলেন।[৫৫]

۞ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : تُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ . فَقَالَ : « سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ». وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ.

২. মুগিরা বিন শুবা রা. থেকে বর্ণিত আছে, দুই সতীনের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারী নারীর গোত্রের ওপর দিয়ত ধার্য করলেন। আর মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বদলায় একটি দাস বা দাসী নির্ধারণ করলেন। এক বেদুইন আত্মীয় (ছন্দে ছন্দে) বলল, আমরা কেমন করে তার রক্তপণ দেবো, যে খায়নি, পান

[৫৪] কাফাহ অর্থ একদল বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোনো অঙ্গ দেখে বলতে পারত সে অমুকের ঔরসজাত সন্তান। ইমাম জাসসাস রহ. বলেন, আয়েশা রা.-এর হাদিস থেকে বোঝা যায়, বংশ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কায়িফদের কথা গ্রহণ করা জাহিলি যুগের বিধান। এবং এটি রহিত হয়ে গেছে। -শারহু মুখতাসারিত তাহাবি : ৮/২২৫

[৫৫] সহিহ বুখারি : ৫১২৭

করেনি, এমনকি কোনো শব্দও করেনি। এ ধরনের বস্তু তো বৃথা যাওয়ার কথা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ তো জাহিলি যুগের লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ (লৌকিক) কথা! তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দাস/দাসী দেওয়ার ফয়সালা করেন।[৫৬]

۞ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه : هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

৩. যাইদ বিন সাবিত রা. বলেন, পুরুষ উত্তরাধিকার পাবে, কিন্তু নারী পাবে না, এটি জাহিলি যুগের কর্ম।[৫৭]

۞ ۞ ۞

[৫৬] সহিহ মুসলিম : ৪৮২৩

[৫৭] সুনানে দারিমি : ২৯৩৪

الجاهلية الاقتصادية | النظام الجاهلي

জাহিলি অর্থব্যবস্থা | জাহিলি জীবনব্যবস্থা

۞ عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ، رِبَانَا ؛ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ.

১. বিদায় হজের হাদিসে জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বাতনুল ওয়াদি নামক স্থানে পৌঁছে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে, এই দিন যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র। জাহিলি যুগের সমস্ত বিষয় আমার পদতলে বাতিল করা হলো। জাহিলি যুগের রক্ত (প্রতিশোধ) বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আমি যার রক্তের বদলা বাতিল করছি সে হলো রবিয়া ইবনে হারিসের পুত্র। বনু সাদ গোত্রের দুগ্ধপোষ্য থাকাকালে তাকে হুজাইল গোত্র হত্যা করে। জাহিলিয়াতের

সুদ বাতিল। প্রথমেই আমি বাতিল ঘোষণা করছি আমার আত্মীয় আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদকে। তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলো।[৫৮]

۞ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : « أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ». قَالَ : « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». قَالُوا : نَعَمْ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

২. সুলাইমান ইবনে আমর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জেনে রেখো, জাহিলি যুগের সকল সুদি লেনদেন বাতিল করা হলো। তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরা জুলুম করবে না, তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। জাহিলি যুগের সকল খুনের বদলা বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আমি বাতিল করছি হারিস বিন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। বনু লাইসে তিনি দুগ্ধপোষ্য ছিলেন, হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।[৫৯]

۞ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

[৫৮] সহিহ মুসলিম : ১২১৮
[৫৯] সুনানে আবু দাউদ : ৩৩৩৪

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৩. সালেম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু-ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে নিষেধ করেছেন মুনাবাযা ও মুলামাসা[৬০] নামক দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় থেকে; এগুলো জাহিলি যুগের ক্রয়-বিক্রয়।[৬১]

۞ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ؛ قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَى ؛ أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

৪. যাইদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, জাহিলি যুগে সুদ ছিল, এক ব্যক্তির অপরের নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে হক থাকত। যখন মেয়াদ পূর্ণ হতো, বলা হতো, ঋণ পরিশোধ করবে নাকি ঋণ বৃদ্ধি করে সময় বাড়িয়ে নেবে? সে আদায় করলে তো গ্রহণ করত। নয়তো ঋণের সুদ বাড়িয়ে মেয়াদ পিছিয়ে দেওয়া হতো।[৬২]

۞ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ

[৬০] মুলামাসা ও মুনাবাযা জাহিলি যুগে প্রচলিত দুটি বিক্রয়পদ্ধতি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ হারাম ঘোষণা করেন। এই দুটি পরিভাষার বিভিন্ন ব্যাখ্যার সারকথা হলো, মুলামাসা হলো অস্পষ্টভাবে কেবল স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয় করা, মুনাবাযা অস্পষ্ট পণ্য ছুঁড়ে বিক্রয় করা। ধোঁকার সম্ভাবনার কারণে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়।

[৬১] সুনানে নাসায়ি : ৪৫১৬

[৬২] মুয়াত্তা মালিক : ১৯৬৫

مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ».

৫. নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন পাঁচটি নির্দেশ দিচ্ছি, যে পাঁচটি নির্দেশ আল্লাহ তাআলাই আমাকে দিয়েছেন, তোমরা আমিরের কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, হিজরত করবে, জিহাদ করবে এবং জামাতবদ্ধ থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআহ থেকে বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে গলা থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলল, যদি না সে ফিরে আসে। যে জাহিলি সম্ভাষণ দ্বারা আহ্বান করবে, সে জাহান্নামবাসীদের দলভুক্ত। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে সালাত ও সাওম পালন করলেও? তিনি বললেন, হাঁ, সালাত ও সাওম পালন করলেও। তাই তোমরা আল্লাহর সম্ভাষণে ডাকো, মুমিন ও মুসলমানদেরকে যা তিনি আখ্যা দিয়েছেন—হে আল্লাহর বান্দাগণ।[৬৩]

❁ ❁ ❁

[৬৩] জামিউত তিরমিযি : ২৮৬৩; আবু দাউদ : ২৮৬৪

প্রথা, আচার ও কুসংস্কারের জাহিলিয়া

۞ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِقَ دَمَهُ».

১. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ তিনজন : হারাম শরিফে যে অপকর্মে লিপ্ত হয়, ইসলামের অভ্যন্তরে যে জাহিলি রীতি-নীতি অনুকরণ করে, যে অন্যায়ভাবে রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কারও রক্তপাত দাবি করে।[৬৪]

---

[৬৪] সহিহ বুখারি : ৬৮৮৬। উক্ত হাদিসে তৃতীয় প্রকারের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো এই তিন প্রকারের মানুষ ইসলামের মধ্যে থেকেও জাহিলি প্রথা তালাশ করে। ইত্তিবা বা অনুসরণ এবং ইবতিগা বা অন্বেষণ—উভয় শব্দ হাদিসে একই মর্ম ধারণ করে। কারণ, ইবতিগা হলো চাওয়া এবং ইচ্ছা করা। অতএব, প্রত্যেক যে ব্যক্তিই ইসলাম ধর্মে থেকে জাহিলি প্রথা-পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে চাইবে, এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর জাহিলি প্রথা হলো, জাহিলি যুগে যেসব রীতি-নীতিতে তারা অভ্যস্ত ছিল। যেহেতু, 'সুন্নাহ' হলো অভ্যাস। সুন্নাহ হলো সেই পন্থা, কোনো এক প্রকার মানুষ যাতে বারবার লিপ্ত হয়। ইবাদত মনে করে হোক, বা না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

'তোমাদের পূর্বে অনেক রীতি-নীতি অতিবাহিত হয়েছে। তাই তোমরা জমিনে সফর করো।' -সুরা আলে ইমরান, ৩:১৩৭

۞ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}.

২. বারা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা যখন জাহিলি যুগে ইহরাম ধারণ করত, পেছনের দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করত। তাই আল্লাহ্ তাআলা নাজিল করেন, তোমরা যে পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, এটি পুণ্যের কাজ নয়। পুণ্যের কাজ হলো তার, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে।[৬৫]

۞ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ : مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ ؟ قَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً . قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَت.

৩. কাইস বিন আবু হাজিম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বকর রা. আহমাস গোত্রের জনৈকা মহিলার নিকট গেলেন, তার নাম ছিল যায়নাব। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কথা বলছেন না। তিনি বললেন, তার কী হয়েছে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لتتبعن سنن من كان قبلكم

'তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের অনুকরণে লিপ্ত হবে।'

আর ইত্তিবা হলো পদাঙ্ক অনুসরণ ও রীতি-নীতির অনুকরণ। অতএব যারা তাদের সুন্নাহ বা রীতি-নীতি অনুসরণ করবে, তারাই জাহিলি প্রথার অনুসরণকারী। এই নস ব্যাপক, এর দ্বারা জাহিলি যুগের যেকোনো প্রথার অনুসরণ হারাম প্রমাণিত হয়, ঈদসমূহের ক্ষেত্রে হোক বা ভিন্ন ক্ষেত্রসমূহে। -ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম : ১/২৫৪

[৬৫] সহিহ বুখারি : ৪৫১২

কেন কথা বলছে না? লোকেরা বলল, তিনি নিঃশব্দে হজ পালন করছেন। আবু বকর রা. তাকে বললেন, আপনি কথা বলুন, এটি জায়েজ নয়; এটি জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তখন মহিলাটি কথা বললেন।[৬৬]

٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ইসলামের অনুসারীরা পশু সায়িবা[৬৭] করে না। জাহিলি যুগে লোকেরা সায়িবা করত।[৬৮]

---

[৬৬] সহিহ বুখারি : ৩৮৩৪ ।
ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আবু বকর রা. জানিয়ে দিয়েছেন, সাধারণভাবে নিশ্চুপ থাকা জায়েজ নয়। এর পরে বলেছেন, এটি জাহিলি যুগের কাজ। এই কথার দ্বারা তিনি কাজটির দোষ বর্ণনা করেছেন। এর নিন্দা করেছেন।
এখানে সিফাত বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর হুকুম বলার দ্বারা বোঝা যায়, সেই সিফাতটি হুকুমের ইল্লত বা কার্যকারণ, এবং ইসলামে তা জায়েজ নয়। তাই যেসব কাজকে জাহিলি যুগে ইবাদত গণ্য করা হতো, জাহিলি যুগের অধিবাসীরা তার মাধ্যমে ইবাদত করত, আর আল্লাহ তাআলাও ইসলামে সেগুলোকে ইবাদত নির্ধারণ করেননি, সেগুলো তালি দেওয়া ও শিস বাজানোর মতো বিশেষভাবে উল্লেখিত না হলেও এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وما كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وتَصْدِيَةً

'কাবাঘরের নিকটে তাদের সালাত কেবল শিস দেওয়া ও করতালি বাজানোই।' -সুরা আনফাল, ৮:৩৫

مكاء অর্থ শিস ইত্যাদি। আর تصدية হলো হাততালি দেওয়া। একে সওয়াবের কাজ ও নৈকট্য অর্জনের উপায় মনে করা জাহিলি কাজ, যা ইসলামে বৈধ নয়। একইভাবে, মুহাররম বা অন্য মাসে সূর্যের রোদে এমনভাবে বের হওয়া, যাতে কোনো ছায়া গায়ের ওপর না পড়ে, কিংবা পূর্বব্যবহৃত কাপড় দ্বারা তাওয়াফ বর্জন করা, অথবা হারামের সীমানার বাইরের বৈধ সব কাজ পরিত্যাগ করাএগুলো জাহিলি প্রথা, যা তৎকালে মানুষ ইবাদতরূপে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এসব কাজের অধিকাংশের ওপরই বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। তবে সাফা-মারওয়ায় সায়ি করা ইত্যাদি হজের নিদর্শনাবলি ব্যতিক্রম। যদিও এগুলো সামগ্রিকভাবে জাহিলি যুগে মানুষ পালন করত, এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। -ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম : ৩৭১-৩৭২
[৬৭] যে পশু দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। এর পর তারা কোনো ক্ষেত্রেই সেই পশু থেকে উপকৃত হতো না। তার দুধ দোহন করত না, তার ওপর মালপত্রও বহন করত না।
[৬৮] সহিহ বুখারি : ৬৭৫৩

۞ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا، وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ. فَقَالَ : « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ». فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : مَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ، فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ.

৫. যায়নাব বিনতে আবি সালামা উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশের এক নারী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বলল, আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। আমার আশঙ্কা হয় তার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তিনি ﷺ তাকে বললেন, তোমাদের নারীরা বছর পূর্ণ হলে গোবর নিক্ষেপ করে ইদ্দত শেষ করত। এটি কেবলই চার মাস দশ দিন। রাবি বলেন, আমি যায়নাবকে বললাম, বছর পূর্ণ হলে মানে কী? তিনি বললেন, জাহিলি যুগে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে নারীরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে আশ্রয় নিত, এক বছর অতিবাহিত হলে বেরিয়ে আসত এবং পেছনের দিকে গোবর ছুঁড়ে মারত।[৬৯]

۞ وفي رواية مسلم: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ».

[৬৯] সুনানে নাসায়ি : ৩৫৪০

৬. সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়াতে আছে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, ইদ্দত হলো মাত্র চার মাস দশ দিন। জাহিলি যুগে তোমাদের নারীরা বছর পূর্ণ হলে গোবর ছুঁড়ে মারত।[৭০]

۞ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ : « مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ ». قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ».

৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করার সময় তারা দুটি দিবস পালন করত। তারা ওই দুদিন খেলাধুলা করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এই দিবসদুটির তাৎপর্য কী? তারা বলল, আমরা জাহিলি যুগে এগুলোতে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই দিন দুটির পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উত্তম বিকল্প দান করেছেন—ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।'[৭১]

۞ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا، وَأَنْعِمْ صَبَاحًا. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ.

৮. ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন, আমরা জাহিলি যুগে বলতাম, আল্লাহ তোমার মাধ্যমে চক্ষু শীতল করুন, তোমার প্রভাত মনোরম হোক। ইসলামের আগমনের পর আমাদেরকে এই সম্ভাষণ ব্যবহারে নিষেধ করা হলো।[৭২]

---

[৭০] সহিহ মুসলিম : ১৪৮৮

[৭১] সুনানে আবু দাউদ : ১১৩৪; সুনানে নাসায়ি : ১৫৫৬

[৭২] সুনানে আবু দাউদ : ৫২২৭

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ ؛ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ».

৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মৃত্যুসংবাদ প্রচার থেকে বিরত থেকো, এটি জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[৭৩]

۞ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: « ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: بَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ، وَالنِّيَاحَةُ، وَنَحْرُ الْجَزُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ».

১০. সাইদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি কাজ জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত : মুসিবতগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে এমন নারীর রাতযাপন—যে পরিবারটির সদস্য নয়, বিলাপ করে কাঁদা এবং বিপদের সময় উট নহর করা।[৭৪]

۞ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: «الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ».

১১. আবুল বাখতারি বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য খাবারের আয়োজন জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপ করে ক্রন্দন জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[৭৫]

۞ عَنْ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ

[৭৩] জামিউত তিরমিযি : ৯৮৪
[৭৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১১৩৪৭
[৭৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১১৩৪৬

مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا ». قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ».

১২. নুবাইশা রা. বলেন, মিনায় এক লোক চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা রজব মাসে জাহিলি যুগে 'আতিরা'[৭৬] জবাই করতাম। এখন আমাদেরকে কী নির্দেশ দেবেন? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যেকোনো মাসে পশু জবাই করো, আল্লাহর জন্য নেক কাজ করো, মানুষকে খানা খাওয়াও। লোকটি বলল, আমরা 'ফারা'ও[৭৭] জবাই করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেবেন? তিনি বললেন, প্রতিটি চরণশীল জন্তুতে 'ফারা' রয়েছে, মা সেটিকে খাওয়াতে থাকুক। যখন সেটি গর্ভধারণের বয়সে উপনীত হবে, জবাই করে গোশত সদকা করে দেবে।[৭৮]

۞ عَنِ ابْنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا ».

১৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে। নবী ﷺ বলেন, জাহিলি যুগের প্রতিটি কৃতিত্ব ও রক্তপণ (হত্যার প্রতিশোধ) আমার পদতলে। তবে বাইতুল্লাহর সেবা ও হাজিদের পানি পান করানোর প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। সেগুলো আমি পূর্ববৎ তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে বহাল রাখলাম।[৭৯]

---

[৭৬] রজব মাসে যে পশু জবাই করা হতো, তাকেই আতিরা বলা হয়।

[৭৭] উটনী সর্বপ্রথম যে বাচ্চা জন্ম দেয়, তাকে 'ফারা' বলা হয়। জাহিলি যুগে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এগুলো জবাই করা হতো।

[৭৮] সুনানে নাসায়ি : ৪২২৯

[৭৯] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৬২৮

۞ عَنْ مُجَاهِدٍ ، حَدَّثَنِي مَوْلَايَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أَهْلَهُ بَعَثُوا مَعَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ زُبْدٌ وَلَبَنٌ إِلَى آلِهَتِهِمْ. قَالَ : فَمَنَعَنِي أَنْ آكُلَ الزُّبْدَ لِمَخَافَتِهَا. قَالَ : فَجَاءَ كَلْبٌ فَأَكَلَ الزُّبْدَ وَشَرِبَ اللَّبَنَ، ثُمَّ بَالَ عَلَى الصَّنَمِ ؛ وَهُوَ إِسَافٌ وَنَائِلَةُ. قَالَ هَارُونُ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ أَرْبَعَةَ أَحْجَارٍ : ثَلَاثَةٌ لِقِدْرِهِ، وَالرَّابِعُ يَعْبُدُهُ، وَيُرَبِّي كَلْبَهُ وَيَقْتُلُ وَلَدَهُ.

১৪. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আমার মুনিব (সায়িব ইবনে আবুস সায়িব রা.) বর্ণনা করেন, তার পরিবার একটি পাত্রে মাখন ও দুধ দিয়ে তাকে দেবতাদের কাছে পাঠাল। তিনি বলেন, দেবতার ভয় আমাকে মাখন খেতে বাধা দিচ্ছিল। এমন সময়ে একটি কুকুর এসে মাখন খেয়ে দুধ পান করে নিলো। তারপর মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করল। মূর্তিগুলো ছিল ইসাফ ও নায়িলা। হারুন বলেন, মানুষ যখন জাহিলি যুগে সফর করত, সঙ্গে চারটি পাথর নিয়ে যেত। তিনটি চুলা বসানোর জন্য, চতুর্থটি পুজো করার জন্য। তারা কুকুর পালন করত আর নিজের সন্তানকে হত্যা করত।[৮০]

۞ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَصَبْنَا حَجَرًا حَسَنًا عَبَدْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ نُصِبْ حَجَرًا جَمَعْنَا كُثْبَةً مِنْ رَمْلٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالنَّاقَةِ الصَّفِيِّ فَتَفَاجُّ عَلَيْهَا، فَنَحْلُبُهَا عَلَى الْكُثْبَةِ حَتَّى نَرْوِيَهَا، ثُمَّ نَعْبُدُ تِلْكَ الْكُثْبَةَ مَا أَقَمْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ.

১৫. আবু রাজা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহিলি যুগে কোনো

[৮০] সুনানে দারিমি : ৩

সুন্দর পাথর পেলে সেটির পুজো করতাম। পাথর না পেলে বালু একত্রিত করে ঢিবি বানাতাম। দুধেল উটনী নিয়ে আসতাম, তার চার পা ছড়িয়ে ঢিবির ওপর দাঁড় করাতাম। এরপর দুধ দোহন করতে করতে ঢিবিটি সিক্ত করতাম। তারপর যতদিন সে জায়গায় থাকতাম, ঢিবিটির পুজো করতাম।[৮১]

۞ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ».

১৬. খারাশা ইবনে হুর থেকে বর্ণিত, উমর রা.-কে দেখেছি, তিনি রজব মাসে মানুষের হাতে প্রহার করে খাবার খেতে বসিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা খাও, কেননা এই মাসকে জাহিলি যুগের লোকেরা সম্মান করত। (তাদের অনুকরণে রোজা রেখো না)।[৮২]

[৮১] সুনানে দারিমি : ৪

[৮২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৯৭৫৮

الجاهليـــة بعـــد الإســـلام

ইসলামের আবির্ভাব-পরবর্তী জাহিলিয়াত

ক. জাহিলিয়া প্রত্যাবর্তনের নববি ভবিষ্যদ্বাণী

۞ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا : ذات أنواط . يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذات أنواط كَمَا لَهُمْ ذات أنواط. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُبْحَانَ اللهِ، هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ } وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

১. আবু ওয়াকিদ লাইসি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন হুনাইনের উদ্দেশে বের হলেন, মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে গেলেন, যাকে 'যাতু আনওয়াত' বলা হতো। সেই গাছের গায়ে লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের যেমন রয়েছে, তেমনই আমাদের জন্যও একটি যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ, এ রকমই বলেছিল মুসার সম্প্রদায়, 'তাদের যেমন উপাস্য রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনই উপাস্য নির্ধারণ করে দিন।' শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে।[৮৩]

[৮৩] জামিউত তিরমিযি : ২১৮০

۞ وفي رواية أحمد: عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُم خَرجُوا عَن مكَّةَ مع رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُنَينٍ، قال : وكان للكُفَّارِ سِدرَة يَعْكِفُونَ عندها، ويُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقال لها : ذات أنواط ، قال : فَمَرَرْنا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيْمَةٍ، قال : فقلنا : يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذات أنواط . فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قُلْتُم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون }، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً ».

২. মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে, আবু ওয়াকিদ লাইসি রা. থেকে বর্ণিত, তারা মক্কা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইনের উদ্দেশে বের হন, তিনি বলেন, কাফিরদের একটি কুল গাছ ছিল, এর নিকটে তারা ইতিকাফ করত, তার গায়ে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, তার নাম ছিল যাতু আনওয়াত। তিনি বলেন, আমরা একটি সুবিশাল সবুজ কুল গাছের পাশ দিয়ে যাই। আমরা তখন বলি, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্যও একটি যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা মুসার সম্প্রদায়ের মতো কথাই বলেছ, 'তাদের যেমন উপাস্য রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনই উপাস্য নির্ধারণ করে দিন।' মুসা আ. উত্তরে বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত সম্প্রদায়।' নিশ্চয়ই এগুলো হচ্ছে রীতিনীতি, তোমরা একটি একটি করে পূর্ববর্তীদের প্রতিটি রীতি অনুসরণ করবে।[৮৪]

۞ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ

[৮৪] মুসনাদে আহমদ : ২১৮৯৭

نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ ». وَذُو الْخَلَصَةِ : طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না 'যুল-খালাসাহ' মূর্তির চতুর্পার্শ্বে দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব দোলায়িত হয়।' যুল-খালাসাহ হলো দাওস গোত্রের উপাস্য-কুফুরি শাসনব্যবস্থা। জাহিলি যুগে তারা এর পূজা করত।[৮৫]

۞ عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ ؛ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ. فَقَالَ عُقْبَةُ : هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

[৮৫] সহিহ বুখারি : ৭১১৬

৪. আবদুর রহমান বিন শুমাসা আল-মাহরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদের নিকট ছিলাম, তার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.। আবদুল্লাহ রা. বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্টতম লোকদের ওপর। তারা জাহিলি যুগের মানুষদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। তারা যেকোনো দুআ আল্লাহর দরবারে করলেই আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তারা যখন এমন আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন তখন উকবা বিন আমির রা. এগিয়ে এলেন। তাকে মাসলামা রা. বললেন, হে উকবা, আবদুল্লাহ কী বলছেন শুনুন। উকবা রা. বললেন, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। তবে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধিনিষেধ আঁকড়ে ধরে থাকবে, শত্রুদেরকে তারা পরাস্ত করবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তারা এমন থাকবে। তারপর আবদুল্লাহ রা. বললেন, হাঁ, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা মেশকের সুঘ্রাণের ন্যায় বাতাস প্রবাহিত করবেন, সেই বাতাসের স্পর্শ হবে রেশমের ন্যায়। এই বাতাস যখনই এমন কোনো মানুষকে স্পর্শ করবে, যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও রয়েছে, তার রুহই কবজ করে নেবে। অতঃপর অবশিষ্ট থাকবে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম লোকেরা। তাদের ওপরই সংঘটিত হবে কিয়ামত।[৮৬]

۞ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَكْثِرُوا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ. قَالُوا : هَذِهِ الْمَصَاحِفُ تُرْفَعُ، فَكَيْفَ بِمَا فِي صُدُورِ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا، فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَاءَ، وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ.

[৮৬] সহিহ মুসলিম : ১৯২৪

৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই বেশি বেশি তিলাওয়াত করো। লোকেরা বলল, মুসহাফগুলো তুলে নেওয়া হবে, মানুষের অন্তরে অবশিষ্ট কুরআনের কী হবে? তিনি বললেন, সেগুলো রাতে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, লোকেরা সকালে সেসব হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় জাগ্রত হবে, তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাও ভুলে যাবে, লিপ্ত হবে জাহিলি কথাবার্তা ও নিদর্শনাবলিতে। এসব তখন সংঘটিত হবে যখন আল্লাহর বাণী (কিয়ামত) তাদেরকে গ্রাস করে নেবে।[৮৭]

۞ عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

৬. মুসতাজিল ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি জানি কখন আরবরা ধ্বংস হবে! একজন মুসলমান তখন দাঁড়িয়ে বলল, কখন তারা ধ্বংস হবে হে আমিরুল মুমিনিন? তিনি বললেন, যখন তাদের নেতৃত্ব দেবে এমন কিছু লোক, যারা জাহিলিয়াতকে অনুধাবন করবে না, তারা রাসুলের সাহচর্যধন্যও হবে না।[৮৮]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخْرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخَنَافِسِ».

---

[৮৭] সুনানুদ দারিমি : ৩৩৮৪

[৮৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২৪৭২

৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মানুষ জাহিলিয়াতের দম্ভ-অহংকার বর্জন করবে, নয়তো তারা আল্লাহ তাআলার নিকট গুবরেপোকার চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে পড়বে![৮৯]

۞ عن أبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ ».

৮. আবু মালিক আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলি যুগের চারটি স্বভাব থাকবে, তারা তা পরিত্যাগ করবে না। ১. বংশকৌলিন্যের গর্ব। ২. অন্যের বংশে অপবাদ আরোপ। ৩. নক্ষত্র গণনা করে বৃষ্টি কামনা এবং ৪. বিলাপ করে ক্রন্দন।[৯০] [৯১]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ : النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى : أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ ؟ وَالْأَنْوَاءُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ».

---

[৮৯] মুসনাদে আহমাদ : ৮৭৯২

[৯০] ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, হাদিসে যারা জাহিলিয়াতের আহ্বানে ডাকাডাকি করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। যারা জাহিলি কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে না তাদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে— কিছু জাহিলি কাজকর্ম আহলে ইসলাম ত্যাগ করবে না। এর দাবি হলো, ইসলাম ধর্মে জাহিলি যুগের কাজকর্ম ও রীতি-নীতি নিন্দনীয়। অন্যথায় এসব অপকর্মকে জাহিলিয়াতের দিকে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে নিন্দা করা হতো না। এটি স্পষ্ট যে, এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা নিন্দাই উদ্দেশ্য। -ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম : ১/২৩৫

[৯১] সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

৯. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, জাহিলিয়াতের চারটি বিষয় আমার উম্মতের লোকেরা কখনো ছেড়ে দেবে না। ১. বিলাপ করে ক্রন্দন। ২. বংশকৌলিন্যের অপবাদ দেওয়া। ৩. সংক্রমণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, একটি উট খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হয়ে একশ উটকে আক্রান্ত করল। প্রশ্ন হলো, প্রথম উটকে কে আক্রান্ত করেছে? ৪. নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা, অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে।[৯২]

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « شُعْبَتَانِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُمَا النَّاسُ أَبَدًا : النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ».

১০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, জাহিলি যুগের দুইটি মন্দ স্বভাব মানুষেরা কখনোই পরিত্যাগ করবে না—বিলাপ করে কাঁদা এবং বংশের ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া।[৯৩]

۞ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ زَمَانَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ حَتَّى قَدِمْتُ الْكُوفَةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ، حَسَنُ الثَّغْرِ، يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ : أَوَمَا تَعْرِفُهُ ؟ فَقُلْتُ : لَا. فَقَالُوا : هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَقَعَدْتُ، وَحَدَّثَ الْقَوْمَ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا

[৯২] জামিউত তিরমিযি : ১০০১, ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।

[৯৩] মুসনাদে আহমদ : ৯৫৭৪

أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ : جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاءَ، فَجَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ كَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي الْقُرْآنِ فَهْمًا، فَكَانَ رِجَالٌ يَجِيئُونَ فَيَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قَالَ : قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « السَّيْفُ ». قَالَ : قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيْفِ بَقِيَّةٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ، تَكُونَ إِمَارَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ ، وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ ». قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « ثُمَّ تَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ، فَإِنْ كَانَ لِلهِ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ، وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ ». قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ، مَعَهُ نَهَرٌ وَنَارٌ، مَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ، وَحُطَّ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهَرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ، وَحُطَّ أَجْرُهُ ». قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « ثُمَّ يُنْتَجُ الْمُهْرُ فَلَا يُرْكِبُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

১১. খালিদ বিন খালিদ ইয়াশকুরি রহ. বলেন, আমি তুসতার বিজয়ের সময় সফরে বের হয়ে কুফায় আসি। কুফার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখি, একজন সুন্দর মুখাবয়বের তাগড়া লোক মজলিসে বসে আছেন। তাকে দেখেই বোঝা যায়, তিনি হিজাজের অধিবাসী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? লোকেরা বলল, তুমি তাকে চেনো না? আমি বললাম, না। তারা বলল, তিনি আল্লাহর রাসুলের সাহাবি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বসলাম, তিনি হাদিস শোনাতে থাকলেন। তিনি বললেন, লোকেরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কল্যাণকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি জানতে চাইতাম অকল্যাণকাল সম্পর্কে। লোকেরা তার এ কথা মানতে চাইল না। তিনি

বললেন, তোমরা যা মেনে নিচ্ছ না তা আমি শোনাচ্ছি। ইসলামের আগমন হলো। জাহিলি যুগের চেয়ে ভিন্নতর জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠল। আমাকে আল্লাহ কুরআনের বুঝ দান করেছিলেন। একদল লোক এসে রাসুলকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আমি জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! অকল্যাণের পর যে এই কল্যাণ আগমন করেছে, তার পরে কি আবার অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন, তরবারি। আমি জানতে চাইলাম, এই তরবারির পরও কি আরও কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, শঠতাযুক্ত ইমারাহ এবং অকল্যাণমিশ্রিত সন্ধি হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কী হবে? তিনি বললেন, গোমরাহির দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় বের হবে। যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোনো খলিফা থাকে, সে তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যদি তোমাকে বেত্রাঘাতও করে, তাকে আঁকড়ে ধরো। নয়তো মৃত্যু পর্যন্ত গাছের শেকড় কামড়ে হলেও একাকী পড়ে থাকো! আমি বললাম, তারপর কী হবে? তিনি বললেন, এরপর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তার সঙ্গে থাকবে নহর ও আগুন। যে তার আগুনে পতিত হবে সে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে নহরে পতিত হবে তার শাস্তি অবধারিত হবে এবং তার সওয়াব নষ্ট হবে। আমি বললাম, তারপর কী হবে? তিনি বললেন, এরপর অশ্বশাবক জন্মগ্রহণের পর আরোহণের উপযুক্ত হওয়া পরিমাণ সময়ের পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।[৯৪]

খ. সকল পাপকাজ জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত

۞ عَنِ الْمَعْرُورِ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ . إِخْوَانُكُمْ

[৯৪] মুসনাদে আহমদ : ২৩৪২৯

خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

১. মা'রুর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু যর রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তার পরনে ছিল এক জোড়া কাপড়। তার ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একবার আমি জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবু যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে এখনো জাহিলিয়াত বিদ্যমান। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনে রয়েছে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করো।[৯৫]

- قال الإمام البخاري رحمه الله: «بَابٌ : الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ».

- وقال الإمام ابن حجر في الفتح: إِنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ فَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ.

[৯৫] সহিহ বুখারি : ৩০

- ইমাম বুখারি রহ. বলেন, পরিচ্ছেদ : সকল পাপকাজ জাহিলি কর্ম, তবে শিরক ব্যতীত এসবে লিপ্ত হলে কেউ কাফির হবে না। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিদ্যমান।
- ইমাম ইবনে হাজার রহ. বলেন, প্রত্যেক পাকড়াওযোগ্য গুনাহ—যেমন, ওয়াজিব পরিত্যাগ করা বা হারামে লিপ্ত হওয়া—প্রত্যেকটি জাহিলি আচরণ।[৯৬]

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ».

২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে চোয়াল চাপড়ায়, জামার কলার ছিন্ন করে এবং জাহিলিয়াতের আহ্বানে ডাকাডাকি করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৯৭]

۞ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنْ أَيِّ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ؟ فَقَالَ: الْخَمْرُ، فَأَعَدْنَا إِلَيْهِ الرَّسُولَ، فَقَالَ: «الْخَمْرُ، إِنَّهُ مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

৩. নুমান ইবনে আবি আইয়াশ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা.-এর নিকট একজন লোক পাঠাই কোন কবিরা গুনাহ সবচেয়ে বড় তা জানতে চেয়ে। তিনি বলেন, মদ। আমি আবারও পাঠাই। তিনি বলেন,

---

[৯৬] ফাতহুল বারি : ১/৮৫

[৯৭] সহিহ বুখারি : ১২৯৪, জামিউত তিরমিযি : ৯৯৯

মদ, কারণ তা পান করলে সাতদিন কোনো নামাজ কবুল হয় না। আর মাতাল হলে চল্লিশদিন কবুল হয় না। সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের ওপর।[৯৮]

۞ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: «الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ».

৪. আবুল বাখতারি বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য খাবারের আয়োজন—জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপ করে ক্রন্দন জাহিলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[৯৯]

۞ جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِ اللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى».

৫. উমাইমা বিনতে রুকাইকা রা. ইসলামের ওপর বাইআত হওয়ার উদ্দেশে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এই শর্তে বাইআত করছি যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না, বিলাপ করবে না, প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।[১০০]

[৯৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ২৪৫৬৪
[৯৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১১৩৪৬
[১০০] মুসনাদে আহমদ : ৬৮৫

۞ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِيَةُ الْخَطَإِ مِائَةُ بَعِيرٍ، فَمَا زَادَ بَعِيرٌ فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ».

৬. কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ভুলক্রমে হত্যার দিয়ত একশ উট। এর চেয়ে অতিরিক্ত উট দাবি করা বা আদায় করা জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[১০১]

তেমনইভাবে উপরোল্লিখিত আবু মালিক ও আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস (জাহিলিয়াতের চারটি বৈশিষ্ট্য আমার উম্মাহ পরিত্যাগ করবে না, এ জাতীয় হাদিসসমূহ) থেকেও বোঝা যায়, সকল পাপকাজ জাহিলিয়াত।

❁ ❁ ❁

[১০১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ২৬৭৩০

এছাড়া তিনি কারাগারে আরবি, উর্দু ও বাংলায় বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। উর্দু ও বাংলা কয়েকটি বই প্রকাশিত হলেও আরবি প্রায় রচনা এখনো অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। এবার কারাগারেও বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। এরমধ্যে তাফসীরের পাণ্ডুলিপিটি উল্লেখযোগ্য।

শাইখ হারুন ইজহারের লেখালেখির কিছু অংশ-

আরবি রচনা-

১) مبادئ الحنفية في الحديث (غير مطبوع)
২) العقيدة الإسلامية (غير مطبوع)
৩) دليل المعلم في أساليب التدريس (٢٠١٥ م)

উর্দু রচনা-

১) مفتي أعظم كي سيا سي افكار (٢٠١٧ م)
২) دعوت فكر (١٩٩٤ م)

বাংলা রচনা-

১) চেতনার ইশতেহার
২) চেতনার মানচিত্র
৩) ইসলামী অর্থনীতির সহজপাঠ (অপ্রকাশিত)
৪) জাহিলিয়্যাহ (প্রকাশিতব্য)
৫) জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে (প্রকাশিতব্য)

সম্পাদনা-

১) আলিম সমাজের প্রতি নসিহা
২) ইমান ভংগের কারণ
৩) দ্বীনি দায়িত্বের সামগ্রিক রুপরেখা
৪) সংবিৎ

* ফতোয়া-

إظهار الفتاوى
(দারুল উলুম করাচিতে লিখিত ৩০০ ফত্ওয়া)

পারিবারিক, সামাজিক ও গোত্রীয় জাহিলিয়্যাহর মূলোৎপাটনের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় রচিত হয়েছে। সেই জাহিলিয়্যাহ আবার ছেয়ে যাওয়ার ফলে ইসলামের পরাজয় ঘটে চলেছে। জাহিলিয়্যাহ ও ইসলাম কখনো এক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে না।

জাহিলিয়্যাহ এমন এক আবর্জনা, যা অপসারণ না করলে ইসলামের স্বচ্ছ ঝর্ণা থেকে পরিচ্ছন্ন জল আমরা পান করতে পারব না। আমাদের সমাজের প্রতিটি গলিতে আজ জাহিলিয়্যাহর আবর্জনা ছড়িয়ে আছে। আমরা অজু করে স্বচ্ছ একটি অন্তর নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যাই। কিন্তু ফেরার সময় জাহিলিয়্যাহর আবর্জনার পাশ দিয়ে আমাদের অতিক্রম করতে হয়। ফলে সেই স্বচ্ছ অন্তরটি আর স্বচ্ছ থাকে না। জাহিলিয়্যাহর কদর্যতা অন্তরটাকে কলুষিত করে ছাড়ে।

আমাদের অনেকের ধারণা, জাহিলিয়্যাহ হলো ইসলামপূর্ব সমাজের পরিবেশ ও প্রথা। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই জাহিলিয়্যাহর মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। ইসলামের সাথে সংঘাতপূর্ণ যে কোন নীতি ও রীতি-ই জাহিলিয়্যাহ। তা যে কোন কালে হোক, যে কোন সমাজে হোক, যে কে অঞ্চলে হোক।

নুসুসের আলোকে জাহিলিয়্যাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চিন্তাপত্র প্রকাশনের এবারের পরিবেশনা শাইখ মুফতী হারুন ইজহার হাফি. কর্তৃক সংকলিত *জাহিলিয়্যা* আপনাকে স্বচ্ছ ও সরল একটি পথ দেখাবে...

চিন্তাপত্র

- ক্ষেতচর, নতুনব্রীজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
- Chintapotroprokashon@gmail.com
- Chintapotroprokashonbd
- ০১৮৩৪০৫৪৮৫৯

সর্বস্বত্ব প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশনীর অনুমতি ব্যতীত অনলাইন বা অফলাইনে কোনো প্রকার হার্ড, সফটকপি অনুলিপন কিংবা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৩. সালেম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু-ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে নিষেধ করেছেন মুনাবাযা ও মুলামাসা[৬০] নামক দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় থেকে; এগুলো জাহিলি যুগের ক্রয়-বিক্রয়।[৬১]

۞ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ؛ قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَى ؛ أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

৪. যাইদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, জাহিলি যুগে সুদ ছিল, এক ব্যক্তির অপরের নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে হক থাকত। যখন মেয়াদ পূর্ণ হতো, বলা হতো, ঋণ পরিশোধ করবে নাকি ঋণ বৃদ্ধি করে সময় বাড়িয়ে নেবে? সে আদায় করলে তো গ্রহণ করত। নয়তো ঋণের সুদ বাড়িয়ে মেয়াদ পিছিয়ে দেওয়া হতো।[৬২]

۞ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ

[৬০] মুলামাসা ও মুনাবাযা জাহিলি যুগে প্রচলিত দুটি বিক্রয়পদ্ধতি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ হারাম ঘোষণা করেন। এই দুটি পরিভাষার বিভিন্ন ব্যাখ্যার সারকথা হলো, মুলামাসা হলো অস্পষ্টভাবে কেবল স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয় করা, মুনাবাযা অস্পষ্ট পণ্য ছুঁড়ে বিক্রয় করা। ধোঁকার সম্ভাবনার কারণে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়।

[৬১] সুনানে নাসায়ি : ৪৫১৬

[৬২] মুয়াত্তা মালিক : ১৯৬৫